NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ভোটের বিহারে ‘প্যাডম্যান’ রাহুল

মার্কিন কংগ্রেসে পাশ ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল ৭

কলকাতা ৫ জুলাই ২০২৫ ২০ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.07.2025, Vol.19, Issue No. 26, 8 Pages, Price 3.00

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল-উত্তরাখণ্ড

দেরাদুন ও ধরমশালা, ৪ জুলাই: উত্তরাখণ্ডে নাগাড়ে চলছে ভারী বৃষ্টি। তার জেরে বিপর্যস্ত রাজ্যের বেশ কিছু অংশের জনজীবন। রাজ্য স্তায় ধস নেমে কয়েকটি গ্রাম পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নন্দপ্রয়াগ, ভানেরপানির কাছে রাস্তায় ধস নেমেছে। তার জেরে গত পাঁচ দিন ধরে বন্ধ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। চারধাম যাত্রাও সাময়িক ভাবে বন্ধ রেখেছে উত্তরাখণ্ড সরকার। পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অন্যদিকে, মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ধসে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। তবে এখনই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি নেই বলেও পূর্বাভাস। সমস্ত জেলায় আগামী সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জনের। অনেকের কোনও হদিস মিলছে না।

সোনপ্রয়াগের মানকাটিয়ায় ধসের কারণে বৃহস্পতিবারই কেদারনাথ যাত্রা বন্ধ করেছিল প্রশাসন। এক্স-এ রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশ পোস্ট দিয়ে জানাল, রাস্তা পরিষ্কার হলে যাত্রা শুরু হবে। শুক্রবার সকালে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়। ওই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেন শাহ।

ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। ধস নেমেছে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে। সে কারণে অন্তত ২৪টি গ্রাম জেলাসদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। উত্তরকাশী জেলায় সর্বাদিয়ার পাত্তি অঞ্চলের আটটি গ্রামের রাস্তা ধসে বিধ্বস্ত। বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা। এ দিকে কাঁওয়ার যাত্রার জন্য ঋষিকেশের রাস্তা থেকে দ্রুত ভগ্নস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক থেকেও বোল্ডার, পাথর সরানোর কাজ চলছে। ধস নেমে পিপলকোটি, নন্দপ্রয়াগ, উমাত্তা; চামোলি জেলায় এই তিন জায়গায় বন্ধ রয়েছে জাতীয় সড়ক। বৃহস্পতিবার রাত থেকে আবার এই এলাকায় ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে এখনই দুর্যোগ থামছে না। ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। বেশির ভাগ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় হতে পারে।

অন্যদিকে, হিমাচলে প্রবল বৃষ্টিতে ধস নেমে শুধুমাত্র মান্ডিতেই মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। কাংড়া জেলায় মৃতের সংখ্যা ১৩। চাম্বায় মৃত ৬, শিমলায় ৫। এ ছাড়াও বিলাসপুর, হামিরপুর, কিন্নৌর, কুল্লু, লাহুল স্পিতি, সিরমৌর, সোলান এবং উনা থেকেও মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্যে আহতের সংখ্যাও ১০০ ছাড়িয়েছে।

শুধু প্রাণহানিই নয়, সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে গোটা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৪০০ কোটির সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এখন উদ্ধারকাজ, নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানকেই গুরুত্ব দিতে চাইছেন তাঁরা, এমনই জানিয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের বিশেষ সচিব ডিসি রানা।

ভারী বর্ষণে ফুঁসছে নদী। শুক্রবার হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে।

‘তৃতীয় প্রতিপক্ষ তুরস্ক’

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের বিরুদ্ধে সামনে থেকে হয়তো শুধু পাকিস্তানই লড়ছিল। কিন্তু পিছন থেকে দুটি দেশ সরাসরি পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে। একটি চিন এবং দ্বিতীয়টি তুরস্ক। ভারতীয় সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং বলেন, ‘আমাদের সামনে সীমান্ত হয়তো একটাই ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ ছিল আসলে তিন জন। পাকিস্তানই সামনে ছিল। কিন্তু তাদের সবরকমভাবে সাহায্য করেছে চিন ও তুরস্ক।’ (পৃঃ ৭)

কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডের পুনর্নির্মাণ করতে শুক্রবার সকালে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে শুক্রবার কাকভোরে আনা হয় মূল অভিযুক্ত-সহ তিন অভিযুক্তকেই। আনা হয় ঘটনার দিন ডিউটিতে থাকা নিরাপত্তারক্ষীকেও।

আইনের প্রথম বর্ষের ছাত্রীর গণধর্ষণে অভিযুক্তদের নিয়ে সাউথ ক্যালকাটা ল’কলেজে পৌঁছয় তদন্তকারী দল। ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কলেজের ইউনিয়ন রুমে চলে ক্রাইম সিনের পুনর্গঠন।

ঘটনার পুনর্নির্মাণের ভিডিও করা হয়। ২৫ জুন সন্ধ্যার পর থেকে যা যা ঘটেছিল তা ক্রমানুপর্যায়ে জানার চেষ্টা করে পুলিশ। নির্যাতিতাকে প্রথমে শৌচালয় তারপর ইউনিয়ন রুম এবং শেষ পর্যন্ত গার্ড রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই কারণেই ঘটনার পুনর্নির্মাণে কলেজের ফার্স্ট ফ্লোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গার্ডের বয়ানের সঙ্গে অভিযুক্তদের বয়ান মিলছে কি না এবং সর্বোপরি তা নির্যাতিতার অভিযোগের সঙ্গে মিলছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই ক্রাইম সিনের পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সূত্রের খবর, শুক্রবার কাকভোরে বিরাট পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায় কসবার ওই কলেজে। কলেজে উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের একাধিক কর্তাও। নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় কলেজ। ইউনিয়ন রুম থেকে গার্ড রুম, প্রতিটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় অভিযুক্তদের। অভিশপ্ত ওই রাতে কোন জায়গায় কী ঘটেছিল, নির্যাতিতার সঙ্গে তারা কী কী করেছিল, যাবতীয় তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। কারণ, এর থেকে নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না তার দিকেও নজর রয়েছে তাঁদের। প্রসঙ্গত, যে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রেই পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলে এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। এর আগে কসবা কলেজের ওই নির্যাতিতাকেও কলেজে আনা হয়েছিল। নির্যাতিতা প্রতিটি জায়গা দেখিয়েছিলেন, যেখানে অভিযুক্তরা তার উপরে পাশবিক অত্যাচার করেছিল। পরপর কী ঘটনা ঘটেছিল, সব বর্ণনা করেন। এবার অভিযুক্তদেরও আনা হয়। ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয় প্রতিটি মুহূর্তের।

এদিকে এরই মাঝে সামনে এল আরও এক বিস্ফোরক তথ্য। ধর্ষণের সময় নির্যাতিতা বাধা দেওয়ায় রেগে গিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেছিল মনোজিৎ মিশ্র। পুলিশের মতে, গার্ড রুমের বিছানায় নির্যাতিতার মাথা ঠুকে দিয়েছিল সে। তারও আগে ইউনিয়ন রুমের ওয়াশরুমেও ধর্ষণের চেষ্টার সময় বাধা পেয়ে নির্যাতিতার মাথা দেওয়ালের সঙ্গেও ঠুকে দেওয়ার চেষ্টা করে ওই অভিযুক্ত। আর এখানেই লালবাজারের এক গোয়েন্দা আধিকারিকের মত, যৌন নির্যাতনের সময় এভাবে মাথায় আঘাত করা বা মাথায় আঘাত করার ফল হতে পারত মারাত্মক।

সোমে খুলতে পারে কলেজ

■ ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে কসবা আইন কলেজ। সম্ভবত সোমবারই শুরু হতে পারে পঠনপাঠন। আলিপুর আদালতে এমনই জানালেন আইনজীবী। তবে বন্ধ থাকবে গার্ডরুম ও ইউনিয়ন রুম। ক্রাইম সিন যেমন ঘেরা রয়েছে তেমনই থাকবে। পুলিশও মোতায়েন থাকবে কলেজ চত্বরে। কলেজে ঢোকার ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। ইতিমধ্যেই নাকি কলেজ খোলা নিয়ে গভর্নিং বডির সঙ্গে একপ্রস্থ কথা বলেন অধ্যক্ষ। আগামী সোমবারও গভর্নিং বডি বৈঠকে বসবে। শিক্ষাদপ্তরও ইতিমধ্যে একটি বৈঠক সেরেছে।

ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় কড়া আদালত

নাবালিকা ধর্ষণে যাবজ্জীবন জেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় রাজ্যে প্রথম মালদায় নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় যাবজ্জীবন সাজা শোনালো আদালত। শুক্রবার ধৃত প্রাক্তন সরকারি স্কুল শিক্ষক রফিকুল ইসলামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করে অতিরিক্ত দায়রা আদালতের দ্বিতীয় বিচারক রাজীব সাহা। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক। পাশাপাশি ওই নির্যাতিতা পরিবারকে স্টেট ফান্ড থেকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মানিকচক

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ৫ জুন মালদার মানিকচক থানা এলাকায় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। সিবিআই পক্ষের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশে ৫৫ টি মামলার দায়িত্ব নিয়েছিল সিবিআই। তার মধ্যে প্রথম এই রাজ্যের মালদায় এদিন সাজা ঘোষণা হলো।

এদিন আসামির যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক।

সাজাপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম।

এদিকে কোর্টের এই রায় খুশি নির্যাতিতার পরিবার। ওই নির্যাতিতা নাবালিকার মা জানিয়েছেন, ‘বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের ভরসা ছিল। আসামির যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে এতে আমরা খুশি।’

অভিজিতের খুনে ১৮ জনকেই সমন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২ জুলাই ২০২১-র ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের ঘটনায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চরম ভর্ৎসনার মুখে পড়তে দেখা গেল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইকে। শুধু ভর্ৎসনা-ই নয়, তাঁদের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলে দিল আদালত।

কারণ, খুনের ঘটনার ৪ বছর পর সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। আর এখানেই আদালতের প্রশ্ন, গত এই ৪ বছরে কাউকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা সিবিআই

কাঁকুড়গাছি

আধিকারিকেরা করেছেন কি না। না প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কাউকে গ্রেপ্তার করার। উত্তরে জবাবে সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়, আগে যে আধিকারিক এই ঘটনার তদন্ত করছিলেন তিনি মনে করেননি কাউকে গ্রেপ্তার করতে হবে। কারণ তাঁরা সহযোগিতা করছিলেন।

এদিকে শুক্রবার এই মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। এই চার্জশিটে নাম রয়েছে তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালের। এরপর শুক্রবার সেই মামলায় পরেশ পালকে হাজিরা দেওয়ার নোটিস দেওয়াও হয়। সঙ্গে নোটিস পাঠানো হয়েছিল শাসকদলের আরও দুই কাউন্সিলরকেও। কিন্তু, শুক্রবার আদালতে হাজিরা দেননি পরেশ। হাজির হননি

(ওপরে) হত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার। (নীচে) তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল।

কাউন্সিলররাও। এরপরই শুক্রবার আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, এবার শেষ সুযোগ দেওয়া হল বিধায়ককে।

এর পাশাপাশি বিশেষ সিবিআই

■ এরপর ২-এর পাতায়

আবেদন খারিজ

■ মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদকে ‘বিতর্কিত সৌধ’ হিসাবে গণ্য করা হবে না। হিন্দু পক্ষের আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদ ঘিরে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা চলছে এলাহাবাদ হাইকোর্টে। কিছুদিন আগে হিন্দু পক্ষের তরফে আবেদন করা হয়েছিল ওই মসজিদকে আর মসজিদ হিসাবে না ধরে ‘বিতর্কিত সৌধ’ হিসাবে গণ্য করা হোক। কিন্তু মুসলিমদের আপত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে ওই মসজিদকে ‘বিতর্কিত সৌধ’ হিসাবে চিহ্নিত করতে আপত্তি জানাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

শুভেন্দুর অভিনন্দন

■ নন্দীগ্রামে সমবায় নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের জয় নিয়ে উচ্ছ্বসীত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই জয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, ‘নন্দীগ্রাম বিধানসভার নন্দীগ্রাম ১নং ব্লকের শ্রীপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড -এর পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনে ১২টি আসনের সবকটিতেই রাষ্ট্রবাদী প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। চোরেদের পরাজিত করে রাষ্ট্রবাদীদের নির্বাচিত করার জন্য ভোটদাতা সকল সমবায়ী বন্ধুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং নির্বাচিত সকল সদস্যদের জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন জানাই।’

মোদীর উপহার রামমন্দিরের রেপ্লিকা ও সরযূর জল

ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোকে

পোর্ট অফ স্পেন, ৪ জুলাই: ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোকে রামমন্দিরের রেপ্লিকা এবং সরযূ নদীর জল উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, অযোধ্যার রামমন্দির তৈরির সময়ে ভক্তিভরে জল পাঠানো হয়েছিল এই দেশ থেকে। তাই সেখানকার মানুষের জন্য এই বিশেষ উপহার নিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার ঘানা থেকে ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোয় পৌঁছন মোদী। ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোয় বসবাসকারী ৪ হাজার ভারতীয়র উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী বলেন, ‘আপনাদের মতোই আমিও ভক্তিভরে কিছু উপহার এনেছি। রামমন্দিরের রেপ্লিকা এবং অযোধ্যার সরযূ নদীর জল আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত।’

সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি জানি আপনারা ভগবান রামের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখেন। রামচরিতমানসে বলা হয়েছে, ভগবান রামের শহর এতই সুন্দর যে গোটা বিশ্ব তার প্রশংসা করে। তাই ৫০০ বছর পর রামলালা যখন নিজের গৃহে ফিরেছেন, আপনারাও খুব খুশি হয়েছেন। অযোধ্যার রামমন্দিরের জন্য আপনারাও পবিত্র জল এবং শিলা পাঠিয়েছিলেন।’

পরে ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলা প্রসাদ-বিসেসরের হাতে উপহার তুলে দেন মোদী। সেখানে হাজির ছিলেন ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোর ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাও। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোর সর্বোচ্চ সম্মান ‘দ্য অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগো’ তুলে দেওয়া হবে মোদীর হাতে।

এদিকে, এই সফরে মোদীর মুখে বার বার এসেছে বিহার প্রসঙ্গ। হবে না-ই বা কেন, দ্বীপরাষ্ট্রটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিহারের প্রসঙ্গ। সে দেশের বর্তমান তথা প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কমলা পারসাদ বিশ্বেশ্বরের পূর্বপুরুষেরাও থাকতেন বিহারের বক্সার জেলায়। সব মিলিয়ে ত্রিনিদাদ-বিহার ‘কানেকশন’ বেশ মজবুত।

সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিহারের নানা জিনিসের প্রশংসা শোনা গিয়েছে মোদীর গলায়। মোদী বলেন, ‘বিহারের ঐতিহ্য কেবল ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছে গর্বের বিষয়। গণতন্ত্র, রাজনীতি, কূটনীতি; নানা বিষয়ে কয়েক দশক ধরে বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে বিহার।’ শুধু তা-ই নয়, ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রীকে ‘বিহারের কন্যা’ বলেও সম্বোধন করেছেন মোদী। ঘটনাচক্রে, মোদী যেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেই জায়গাটির নাম পটনা স্ট্রিট। চলতি বছরের শেষ দিকেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, সেই বিষয়টিও ত্রিনিদাদ সফরে হিসাবের মধ্যে রেখেছেন মোদী। তাই বিহার থেকে ১৫ হাজার কিমি দূরে থাকলেও তিনি বিহারি অস্মিতাকে অস্ত্র করে পাটনার কুর্সি দখলের অঙ্ক কষছেন বলেই মত তাদের।

উল্লেখ্য, আগামী কয়েকদিনে একগুচ্ছ দেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ঘানা থেকে শুরু হয়েছে সেই সফর। শনিবার পৌঁছবেন আর্জেন্টিনায়। তারপর ব্রাজিলে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সবশেষে নামিবিয়া সফরে যাবেন তিনি।

ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে বিশেষ সোহারি পাতায় করে ডাল, ভাত, তরকারি খাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 30/04/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3354 নং এফিডেভিট বলে আমি Krishna Kanta Mondal (old name) S/o. Late Radhika Mondal R/o. 2 No. Rabindranagar Near Chowrangi More, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Krishna Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Krishna Kanta Mondal & Krishna Mondal S/o. Late Radhika Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 02/07/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 5547 নং এফিডেভিট বলে আমি Sm Arif Ali S/o. Sm Asraf Ali (old name) R/o. Sonatuli Lane, Chawk Bazar, Hooghly, Chinsurah, Pin-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arif Ali S/o. Sekh Mohammad Asraf Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sm Arif Ali S/o. Sm Asraf Ali & Arif Ali S/o. Sekh Mohammad Asraf Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 03/07/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে 720 নং এফিডেভিট বলে আমি Shantanu Bhattacharyya ও Santanu Bhattacharyya S/o. Samarendra Nath Bhattacharyya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 02/07/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 5548 নং এফিডেভিট বলে আমি Sirin Khatun D/o. Sm Asraf Ali (old name) R/o. Sonatuli Lane, Chawk Bazar, Hooghly, Chinsurah, Pin-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shireen Ali D/o. Sekh Mohammad Asraf Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sirin Khatun D/o. Sm Asraf Ali & Shireen Ali D/o. Sekh Mohammad Asraf Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম - পদবী পরিবর্তন

আমি আব্দুল রহমান, পিতা-সেন্টু সেখ, গ্রাম- হাট গাছিয়া, পোস্ট- কামারী কালিগঞ্জ নদীয়া । আমার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আব্দুল রহমান সেখ। ০১/৭/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আব্দুল রহমান ও আব্দুল রহমান সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম আব্দুল রহমান।

নাম পদবি পরিবর্তন

গত 02/07/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5523 নং এফিডেভিট বলে আমি **Hiralal Mukherjee** S/o. Satya Charan Mukherjee, R/o. Dhamaitikar, Kananadi, Dhaniakhali, Hooghly-712302 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার হাল পর্চায় (চেঁচুয়া মৌজায়, ১৯৮ খতিয়ানে, ৫০৮ দাগে), আমার নাম ভুলবশত Hiralal Mukherjee S/o. Satya Charan Mukherjee এর পরিবর্তে Probhat Kumar Mukhopadhyay S/o. Satya Charan Mukhopadhyay লিপিবদ্ধ হইয়াছে। **Hiralal Mukherjee** S/o. Satya Charan Mukherjee ও **Probhat Kumar Mukhopadhyay** S/o. Satya Charan Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম - পদবী পরিবর্তন

আমি Radhika Das of Azimganj lokopara, Fatejunpur, P.S. Jiaganj, Dist. Murshidabad, West Bengal. Berhampore, Court -এ Notary affidavit Sl. no. 2769 Dt. 30/06/2025 বলে ধর্ম পরিবর্তন করে, হিন্দু থেকে মুসলিম হয়ে Rajiya Khatun হলাম।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সইফুল হক মল্লিক, সাউথ সিটি ম্যাট্রিক্স ইনফ্রাস্টাকচার লিমিটেড, যাহার ঠিকানা আর আর ১০, বাসন্তী রোড, বাইরামপুর, পোষ্ট অফিস- ভোজেরহাট, থানা- ভাঙড়, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০২-এর কর্মচারী হইতেছেন যিনি বিগত ইংরাজী ২৪.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বাইরামপুর হইতে ভাঙড়গামী পাবলিক বাসে যাওয়ার সময় তিনখানি ওরিজিনাল দলিল যাহার নম্বর-৩২৪৩/২০০০, ৬৩৭৪/১৯৮৯ এবং ৬৪০২/১৯৮৯ হারিয়া ফেলেন যাহা সাউথ সিটি ম্যাট্রিক্স ইনফ্রাস্টাকচার লিমিটেড-এর খরিদা ৫৭ ডেসিমেল জমিজমা হইতেছে যাহার মৌজা- ক্রলবেড়িয়া, জে.এল নং- ৩১, থানা-কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স -এর অর্ন্তভুক্ত এবং সেই মর্ম্মে ভাঙড় থানায় একখানি জেনারেল ডাইরি নথিভুক্ত করান যাহার নম্বর জি.ডি.ই এন্ট্রি - ১১১৬ তারিখ ২৫/০৬/২০২৫। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত ওরিজিনাল দলিলগুলি যাহার নম্বর-৩২৪৩/ ২০০০, ৬৩৭৪/১৯৮৯ এবং ৬৪০২/১৯৮৯ খুঁজিয়া পান অথবা উক্ত দলিল সংক্রান্ত কোন ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোন দাবী বা আপত্তি আইনত গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীতমা বিশ্বাস
এ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট কলিকাতা
মোঃ-৯৬০৯৯৮৮৭৭১

PUBLIC NOTICE

I, one of my client **Kanchan Majumder** son of Late Debaprasad Majumder, resident at Dakshin Nandankanan, P.O.- Rahara, P.S.- Rahara formally Khardaha, District North 24 Parganas, Kolkata-700118, has lodged a general dairy 11.06.2025, Rahara Police Station. Vide **G.D.E. 1108/25** in connection with lost of **original Deed, Being No. I- 05915 for the year of 1955**, regarding the property situated at Mouza – Rahara, J.L. No- 3, Re. Sa.- 61, Touzi No.- 188, Comprised in L.R. Khatian no. 5780 under L.R. Dag no. 3084 within the local limits of being holding no. 155 Nandankanan, Station Road under Ward No. 12, Khardaha Municipality, P.O.- Rahara, P.S. Rahara (formally Khardaha), District North 24 Parganas, Kolkata- 700118. If anybody have any knowledge about such deed please inform me within 15 days from the date of publication or otherwise if anybody any such claim or demand in respect of said property my client will not be responsible for the same.

Shyama Prasad Chakraborty (Advocate)
High Court Calcutta, Mobile No. 9831384806/8910314899.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল **শ্রী দীপঙ্কর বিশ্বাস**, মাতা শ্রীমত্যা সুচারু বিশ্বাস, সাং ভীমপুর নতুনপাড়া, পোঃ ভীমপুর, থানা- সাবেক -কোতয়ালী, হাল-ভীমপুর, জেলা নদীয়া গত ইং ২০.০৮.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-8606/2024নং দলিলবলে হাল ভীমপুর থানার ১৪০নং ভীমপুর মৌজায় ৩৯১, ৯১৩, ৮৫, ১৪৭৮নং LR খতিয়ানে ও RS ৪০১০ এবং LR ৪০৩৩ নং দাগে ১৩.৯০ শতক সম্পত্তি (১) **শ্রী মধুসুদন শিকদার**, পিতা ৺বাদল শিকদার, (২) **শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বৈরাগী**, পিতা ৺বিভূতীরঞ্জন বৈরাগী, (৩) **অলোক বিশ্বাস**, পিতা ৺সনাতন বিশ্বাস, সর্ব সাং ও পোঃ আসাননগর, হাল থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়া ও (৪) **শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস**, পিতা ৺কালিপদ বিশ্বাস, সাং খাঁপুর, পোঃ কুলগাছি, হাল থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তিগণ এই সম্পত্তি গত ইং ১৯.০৮.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-7189/2021নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট)**
জাজেস কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সেখ মতিয়ার রহমান, পিতা- সেখ আব্দুল হক, সাং ও পোঃ- তিন্না, থানা -পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । ১) বিগত ইংরাজীর ০৭/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-৬৫৬/২০২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদের **(১) প্রদীপ গুড়ে**, পিতা - ৺গোলক চন্দ্র গুড়ে, **২) নিলিমেশ ঢালী**, পিতা- নির্মল চন্দ্র ঢালী, সাং ও পোঃ - তিন্না, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ১১/০৬/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৩১৬৭/ ২০২৫ নং দলিল মূলে **১) শিবুশঙ্কর বিশ্বাস**, পিতা সুধীর বিশ্বাস, **২) শিবানী বিশ্বাস**, স্বামী - শিবুশঙ্কর বিশ্বাস, উভয়ের সাং - নামাজগড়, পোঃ - এ্যাডকোনগর, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১২১। মহাশয়কে/ মহাশয়গনকে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা তিন্না, জে. এল. নং ৪৫, হাল. এল. আর. ৫৬৭ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ২২৭৫ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ১৲ আনায় ৫০ শতকের মধ্যে ৪.১৩ (চার দশমিক তেরো) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **১) শিবু শঙ্কর বিশ্বাস**, পিতা - সুধীর বিশ্বাস, **২) শিবানী বিশ্বাস**, স্বামী - শিবু শঙ্কর বিশ্বাস, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে মিউটেশন কেস নং ৯৯৩৬/২০২৫ ও ৯৯৩৫/ ২০২৫ আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।
ইতি- **প্রদীপ গুড়ে** ও **নিলিমেশ ঢালী**
আমমোক্তারদ্বয়

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মহুবা বিবি, স্বামী - সেখ সামসের আলি, সাং - পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, পোঃ - পান্ডুয়া, থানা – পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। **১)** বিগত ইংরাজীর ০২/০৮/২০২১ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV- ৭৯/২০২১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমি **সাহানাজ খাতুন**, স্বামী- নওসার আলি, সাং - পান্ডুয়া বালিহাট্টা, পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ০৭/০৬/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ২৭২০/ ২০২৪ নং দলিল মূলে **হায়দার আলি**, পিতা - আব্দুল সামাদ, সাং- ০৫ ইটাওয়ারা রোড মঙ্গলওয়ারা ভোপাল, পোঃ - মঙ্গলওয়ারা, থানা- ভোপাল, জেলা - ভোপাল, রাজ্য - মধ্যপ্রদেশ, পিন নং - ৪৬২০০১। **২) সেখ আব্দুস সামাদ**, পিতা - মরহুম সেখ আবু কালাম, সাং- থৈপাড়া, পোঃ - সরাই, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। বিগত ইংরাজীর ১৭/১১/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ৩৬০/২০১৭ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমি **সেখ সামসের আলি**, পিতা - আব্দুস সাল্লাম, সাং - পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । **২) মহম্মদ সাজাহান**, পিতা- মরহুম মহম্মদ আলি, সাকিম - পশ্চিম বালিহাট্টা, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা ডি. এস. আর-১ হুগলী অফিসে ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৪৪২৬/২০১৮ নং দলিল মূলে **১) মহুবা বিবি**, স্বামী – সেখ সামসের আলি, সাং- পান্ডুয়া সাতঘড়িয়া, পোঃ - পান্ডুয়া, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । **২) সালেমা বিবি**, স্বামী - মহম্মদ সাহাজাহান, মহাশয়গনকে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি । **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, জে. এল. নং ১০৮, হাল. এল. আর. ৪২৬১/১ খতিয়ানে ১) সাবেক ১২৩৫ নং দাগে তথা হাল ১৫১৫ নং দাগে বাগান জমি বর্তমানে ভিটি ১ আনায় ১০ শতকের মধ্যে ১.৩৯ (এক দশমিক ঊনচল্লিশ) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **হায়দার আলি**, পিতা - আব্দুল সামাদ, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে মিউটেশন কেস নং ৪০৯৩/২০২৫ আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিঙ্গপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে । ইতি- **সাহানাজ খাতুন** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা চন্দ্রিমা বসুরায়** স্বামী ৺সুব্রত বসুরায়, **২)শ্রী সুপ্রতিম বসুরায়** পিতা ৺সুব্রত বসুরায়, উভয়ের সাকিম ৪৮/২ ব্লক ডি বাঙুর এ্যাভিনিউ সাউথ দমদম, বাঙুর, লেক টাউন, উঃ ২৪পরগণা- ৭০০০৫৫, **৩)শ্রীমতী সুচরিতা বসুরায় কর** স্বামী শ্রী অর্ণব কর, সাকিম ৮১এ/১এ, আর.কে. চ্যাটার্জ্জী রোড, সার্কাস এ্যাভিনিউ, কসবা, দঃ ২৪পরগণা-৭০০০৪২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-450/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী দেবব্রত বসুরায়** পিতা ৺সোমনাথ বসুরায় সাকিম ৪৮/২ ব্লক ডি বাঙুর এ্যাভিনিউ সাউথ দমদম, বাঙুর, লেক টাউন, উঃ ২৪পরগণা- ৭০০০৫৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং ০৩/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-25/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী সঞ্জীব কুমার ঘোষ** পিতা শ্রী সত্যব্রত ঘোষ সাকিম হাসনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা বেলমুড়ি, জে.এল নং ১৯০, হাল এল.আর. ৯০০ নং খতিয়ানে, ক)১-৩নং আমমোক্তার দাতাগণ সাবেক ৫২৮ তথা হাল এল আর ৫৯৯ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৬২ শতকের মধ্যে ০.০৯২৮ অংশে ০৬ শতকের মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক এবং খ) **শ্রী দেবব্রত বসুরায়** স্বয়ং ক্ষমতা বলে সাবেক ৫২৮ তথা হাল এল আর ৫৯৯ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৬২ শতকের মধ্যে ০.০৯২৮ অংশে ০৬ শতকের মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক, একুনে মোট ২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সঞ্জীব কুমার ঘোষ** পিতা শ্রী সত্যব্রত ঘোষ তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **শ্রী দেবব্রত বসুরায়** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **আশীষ ভৌমিক** পিতা ৺সুবোধ চন্দ্র ভৌমিক সাকিম কাটারী বাগান, রোড নং ৭, ঘাট রোড, নামকুম, রাঁচী, ঝাড়খন্ড-৮৩৪০১০ মহাশয় বিগত ইং ০২/০৩/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-42/ 2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী প্রভাত কুমার দত্ত** পিতা ৺আদ্যপ্রসাদ দত্ত, সাকিম ১নং ফার্ম সাইড রোড, বিদ্যাভবন পল্লী, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী প্রভাত কুমার দত্ত** মহাশয়, নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির অপর শরিকগণ তথা **১)শ্রীমতী ঝর্ণা রানী ভৌমিক, ২)শ্রীমতী বর্ণালী দত্ত, ৩)শ্রীমতী মিতালী দত্ত, ৪)শ্রী প্রবোধ চন্দ্র ভৌমিক**,(নিজ নিজ ক্ষমতা বলে) মহাশয়/মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ২৭/০৪/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2255/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদের **১)শ্রী পার্থ সারথী দাশ** পিতা শ্রী পঞ্চানন দাশ ও **২)শ্রীমতী তাপসী দাশ** স্বামী শ্রী পার্থ সারথী দাশ, উভয়ের সাকিম আয়মাডাঙ্গা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী, ০৫ কাঠা ০৩ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, সাবেক ১৭৮ তথা হাল ৭৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০২, ২৭/১, ৪৯৫, ৪৯৪ ও ১৮২/১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৬৭০ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ০৫ কাঠা ০৩ ছটাক ০৯ বর্গফুট বা কমবেশী ৮.৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে ও নিজ নিজ ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমরা বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী পার্থ সারথী দাশ** পিতা শ্রী পঞ্চানন দাশ ও **২)শ্রীমতী তাপসী দাশ** স্বামী শ্রী পার্থ সারথী দাশ, আমাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **১)শ্রী পার্থ সারথী দাশ**,
২)শ্রীমতী তাপসী দাশ (ক্রেতাদ্বয়)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই জুলাই শনিবার । ২০ শে আষাঢ় । দশমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধের র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো।

(শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের পুনঃ যাত্রা। উল্টোরথ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘তৃণমূল গব্বর সিং, সিদ্দিকুল্লা ভস্মাসুর, হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলে বিজেপির জয়’

বেলুড় মঠ থেকে বিস্ফোরক সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সকালে বেলুড় মঠের অনুষ্ঠানে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে একাধিক ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে হিন্দি সিনেমার গব্বর সিং-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আজ ইউনিয়ন রুম দলীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। একসময় কালী পাহাড়ি যেমন মানুষজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করত, আজ তৃণমূল তাই করছে। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির গাড়ি ভাঙচুরের প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, তৃণমূল নিজেরাই ভস্মাসুর তৈরি করেছে। আজ সেই ভস্মাসুর তাদেরই ধ্বংস করছে। আমি বজবজে গেলে আমাকেও চটি-ঝাড়ু দেখানো হয়েছিল। এখন তারাই তা দেখছে। অভিজিৎ সরকার হত্যাকাণ্ডে সিবিআইয়ের চার্জশিট নিয়ে তাঁর বক্তব্য, এবার উট এসেছে পাহাড়ের তলায়। তৃণমূলের বিধায়ক, কাউন্সিলর এমনকী পুলিশ অফিসারদের নাম রয়েছে। এবার দেখা যাক, রক্ষা করা যায় কি না। কোচবিহারে নিশীথ প্রামাণিককে পরাজিত করার পর 'সার্টিফাইড গুন্ডা' উদয়ন গুহ বিজেপি কর্মীদের উপরে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে বলেন, রথের চাকা ঘোরেনি, নারকেল ভাঙেনি; এটা অশুভ লক্ষণ। মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরে দৈত্যপতিকে ঘরে ডেকে পুজো করছেন, তবু জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ পাবেন না।

শেষে বলেন, হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলে বিজেপি লাভবান হবে। আমাদের নীতি; সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। মুসলিম যুবকদের হাতে পাথরের বদলে চাই কম্পিউটার।

জগাছায় জাল নোট-কাণ্ডে ধৃত ২

উদ্ধার তেরো হাজার টাকার জাল নোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অভিযানে জাল নোট পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য। জগাছা থানায় দায়ের হওয়া একটি সুয়ো মোটো মামলার ভিত্তিতে গোয়েন্দারা ২ জুলাই রাতে গড়ফায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেন জসিমুদ্দিন লস্কর ওরফে রফিক (৩১)। তার বাড়ি লিলুয়া থানার জগদীশপুর বড় মসজিদের কাছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে অভিযান চালিয়ে জসিমুদ্দিনকে ধরা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, জাল নোট এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছিল। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৮ হাজার টাকার জাল নোট। এরপর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লিলুয়া থানার কোণা বাসস্ট্যান্ড থেকে ধরা হয় আরও এক অভিযুক্ত ভিকি লস্কর ওরফে রমিজ রাজা লস্করকে (৩০)।

তার কাছ থেকেও উদ্ধার হয় ৫ হাজার টাকার জাল নোট। উভয়ের বিরুদ্ধেই ভারতীয় ফৌজদারি বিধি ২০২৩-এর ধারা ১৭৯/১৮০ অনুযায়ী মামলা দায়ের হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল জাল নোট সরবরাহকারী ও নেটওয়ার্ক খোঁজার চেষ্টা চলছে।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সিঁদুর গাছ রোপণ পরিবেশমন্ত্রীর, উদ্বোধন ট্যাক্সোনমিক বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'সিঁদুর অভিযান'-এর ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে শিবপুরের আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনে সিঁদুর গাছ রোপণ করলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। তাঁর কথায়, উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ চেতনার প্রতীক এই কর্মসূচি। একই সঙ্গে তিনি উদ্বোধন করেন 'ট্যাক্সোনমিক উদ্ভিদ বিভাগ'-এর, যেখানে এক জায়গায় সাজানো হয়েছে প্রায় ১৭৫ প্রজাতির গাছ। ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা এখান থেকে সরাসরি শ্রেণিবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবেন। মন্ত্রী বলেন, এই বাগানে ফ্লোরা-ভিত্তিক গবেষণার যে কাজ হচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কর্মীদের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আবহাওয়ার কারণে পুরো বাগান ঘোরা সম্ভব না হলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন ভবিষ্যতে আবার আসার।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ রক্ষা ও গবেষণায় এই ধরনের কেন্দ্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। বাগান কর্তৃপক্ষ ও বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এই উদ্যান শুধু গাছ নয়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনার এক মূল্যবান মঞ্চ।

পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আট মাস ধরে অকেজো রক্ত পরীক্ষার মেশিন

উদাসীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আট মাস যাবত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে রক্ত পরীক্ষার মেশিন। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন দূর-দুরান্ত থেকে আগত রোগীরা। শুধু রোগীরা ভোগান্তির শিকার নন, উল্টে বাইরের প্যাথলজি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষার জন্য মোটা অংকের টাকাও গুনতে হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, রোগীদের রক্ত পরীক্ষার জন্য বাইরের চারটে বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাবকে বরাত দেওয়া হয়েছে। যেখানে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আগত গরিব মানুষজন বিনা পয়সায় রক্ত পরীক্ষা করার সুযোগ পেতেন। সেখানে বাইরের ল্যাবগুলো থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে হচ্ছে রোগীদের। হাসপাতালের এই বেনিয়মের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ঘোলার ৩ নম্বর আজাদ হিন্দ নগরের বাসিন্দা গোপাল দাস। তিনি এই বিষয়ে স্বাস্থ্য ভবনে লিখিতভাবে অভিযোগও জানিয়েছেন। গোপাল বাবুর অভিযোগ, রক্ত পরীক্ষার জন্য হাসপাতাল সুপার চারটে বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাবকে বরাত দিয়েছেন। সেখানে মোটা অংকের বিনিময়ে রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। স্বভাবতই, গোপাল বাবু প্রশ্ন তুলেছেন, রক্ত পরীক্ষার মেশিন সত্যিই খারাপ নাকি, খারাপ করে রাখা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন হাসপাতাল সুপার। হাসপাতালের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট তানিয়া ব্যানার্জি বলেন, সাত-আট মাস ধরে রক্ত পরীক্ষার মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। তবে তিনি আশা করছেন, ১০-১৫ দিনের মধ্যে মেশিনটি মেরামতি হয়ে যাবে। পানিহাটির বিধায়ক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ বলেন, হাসপাতালে রোগীদের চাপ বাড়লে বাইরের কিছু প্যাথলজি ল্যাব থেকে সরকারি রেটে রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু আগে এখানে একশ্রেণির দালাল চক্র এসব কাজ করতেন। হাসপাতাল সুপার সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জেলার স্বাস্থ্য অধিকর্তা সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, ওই হাসপাতালে বেনিয়মের অভিযোগ তিনি পেয়েছেন। সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বুকিং পণ্য, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে বড় ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দৈনিক ১০ থেকে ১২ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন হাওড়া স্টেশন দিয়ে। সব সময়েই চরম ভিড় লেগে থাকে প্ল্যাটফর্মে। তার মধ্যেই প্ল্যাটফর্মে এদিক-ওদিক ফেলে রাখা রেলের বুকিং পণ্য যেন যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলছে। ভিড়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে এভাবে মালপত্র পড়ে থাকায় যাত্রীদের চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য যেমন কমছে, তেমনি ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে।

অভিযোগ, বুকিংয়ের পণ্য প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ সময় ধরে ফেলে রাখা হয় যাওয়া ও আসার উভয় দিকেই। পার্সেল ভ্যানগুলি এখন লিজে দেওয়ায়, অনেক সময় বুকিং ছাড়াও বেআইনিভাবে পণ্য তোলা হচ্ছে ল্যাগেজ ভ্যানে। এই অনিয়ম ঘিরেই প্রশ্ন উঠছে রেল ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

যদিও এই অভিযোগ খারিজ করে পূর্ব রেলের সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন জানান, বুকিং বস্তায় বারকোড দেওয়া থাকে। ফলে বেআইনি পণ্য ওঠানোর সুযোগ খুবই কম। তবে যাত্রী অসুবিধার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, হাওড়ার ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মটি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ, বিশেষ করে সামনের অংশটি। এই প্ল্যাটফর্ম দিয়ে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন এবং কিছু রাতের লোকাল ট্রেনও চলে। ফলে পণ্য যাতায়াত চলতেই থাকে, অসুবিধাও হয়। ইতিমধ্যেই ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একই সমস্যা মেটানো হয়েছে। এবার ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা চলছে।

বৃহস্পতিবার ৩ জুলাই ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল অফিস, বিধাননগর, দুর্গাপুরের একটি আধিকারিকদের দল বীরভূম জেলার নলহাটিতে ঋণখেলাপি মনোজ পাণ্ডের সম্পত্তির দখল নিল। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সৌরভ মেহতার উপস্থিতিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পুলিশ ও নলহাটি থানার পুলিশ নিয়ে ব্যাংকের চিফ ম্যানেজার অমিত কুমার সিং ঋণখেলাপি ব্যক্তির জমি ও বাড়ি সিল করেন। এই অভিযানে ব্যাংকের রামপুরহাট শাখার সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রাহুল কুমার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বিভাগের ম্যানেজার অভিষেক পরাশরও উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তায় উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধ কলকারখানা ও বাগিচা শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে কার্যকর করতে নতুন পোর্টাল চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেলকে এই পোর্টাল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে লকআউট, বন্ধ অথবা পরিত্যক্ত কলকারখানার শ্রমিকদের সরকারি সুবিধাপ্রাপ্তি আরও সহজ ও কার্যকর হবে। চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে এক মাস বন্ধ থাকলেই শ্রমিকেরা এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন, অন্যদিকে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে কমপক্ষে ছয় মাস বন্ধ থাকার শর্ত পূরণ করতে হবে। নতুন পোর্টালে শ্রমিকরা অনলাইন নাম নথিভুক্তিকরণ, যাচাই প্রক্রিয়ার সুযোগ পাবেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই সরকারি ভাতা পাবেন। পোর্টালে নতুন শিল্প ইউনিট ও উপভোক্তা যুক্ত করা, এবং মৃত্যুবরণ, অবসর অথবা পুনর্নিয়োগের কারণে অযোগ্য উপভোক্তাদের বাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজ্যের অর্থ দপ্তরের আইএফএমএস পোর্টাল-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন যাতে সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করা যায়। এছাড়া পোর্টালে থাকবে পুরনো তথ্যভাণ্ডার স্থানান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রতিবেদন তৈরির সুবিধা, নিরাপদ সার্টিফিকেশন, সাইবার নিরাপত্তা নিরীক্ষা এবং রাজ্য তথ্যকেন্দ্রে হোস্টিংয়ের ব্যবস্থা। এর ফলে অর্থপ্রদানে স্বচ্ছতা বাড়বে, বিলম্ব কমবে এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও হ্রাস পাবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন পোর্টাল চালু করা হবে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

অভিজিতের খুনে

■ প্রথম পাতার পর

আদালতের বিচারক এদিন এও জানান, এটা মামলায় একটা বড় মোড়। এখনও পর্যন্ত অভিজিৎ খুনের মামলায় ৩৮ জন অভিযুক্ত বিচারের আওতায় আছেন। অভিযুক্তের আইনজীবীদের উদ্দেশে বিচারক প্রশ্ন করেন, ১৮ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিবিআই যে পদক্ষেপ করতে চাইছে, সেটা নিয়ে তাঁর কিছু বলার আছে কি না। বা অভিযুক্তদের তরফ থেকেই বা কী চাওয়া হচ্ছে তাও জানতে চান বিচারক। উত্তরে বিশেষ সরকারি আইনজীবী আদলতকে জানান, ‘এই পরিস্থিতিতে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হোক।’

এরপর তদন্তকারী অফিসারের উদ্দেশে বিচারক এ প্রশ্নও করেন, এই ঘটনায় ১৮ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য কোনও চেষ্টা আদৌ করা হয়েছিল কি না। গত কয়েক বছরে তদন্তে সিবিআই আধিকারিকদের মনে হয়েছিল কিনা যে এরা পালাতে পারেন। উত্তরে তদন্তকারী অফিসার জানান, ‘না। আগের তদন্তকারী অফিসার যখন এদের তলব করেছিলেন, তখন তারা হাজিরা দিয়েছিল।’

এই উত্তর শুনে মেজাজ হারান বিচারক। বলেন, ‘আমি চার্জশিট পড়েছি। যে তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ১৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছেন, সেগুলি তো আপনারা ২ বছর আগেই পেয়েছিলেন। আপনাদের জন্য আগে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা আটকে আছে। পরবর্তী তদন্তের অধিকার দেওয়া হয়েছে মানেই আপনারা খামখেয়ালিপনা করতে পারেন না।’

সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন এই দীর্ঘ সময় ধরে কী করছিলেন তাও। এরপরও এক মাস যে সময় চাওয়া হচ্ছে চার্জশিটের কপি দেওয়ার জন্য তাতেই ক্ষুব্ধ হন বিচারক।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৫ জুলাই ২০২৫, ২০ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

হাইকোর্টের শরণাপন্ন

■ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও চাকরিহারা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একের পর এক নোটিস পাঠানো হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে। আর এই ইস্যুতেই এবার আদালতের দ্বারস্থ দুই চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল ও সংগীতা ঘোষ।। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গোটা প্যানেল বাতিলের পর আন্দোলন করতে গিয়ে বিকাশ ভবনে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছিল চাকরিহারা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে মামলাও হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পুলিশকে তদন্তে 'গো স্লো'-র নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। অভিযোগ, তার পরেও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একের পর এক নোটিস পাঠাচ্ছে পুলিশ। আর তা নিয়েই হাইকোর্টে অভিযোগ দুই চাকরিহারা শিক্ষকের। এই ইস্যুতে দায়ের মূল এফআইআর খারিজের দাবি জানান মামলাকারীদের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার। তবে এই বিষয়ে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, এই নোটিস নিয়ে যখন শুনানি হবে, তখনই এই বিষয় নিয়ে বিবেচনা হবে। এ প্রসঙ্গে শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, 'যিনি বা যাঁরা এমন নোটিস পেয়েছেন তারা তা খারিজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হয় পৃথক পৃথক ভাবে নিজেরা আবেদন করবেন বা তাঁরা সকলে একসঙ্গে কোনও আইনজীবীকে দিয়ে এই আবেদন করতে পারবেন।'

রাজ্যপালকে চিঠি

■ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাল -হকিকত সম্পর্কে বিশদে জানিয়ে শুক্রবার রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের। দুই পাতার চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। শহর কলকাতার আইন কলেজের এক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা উদ্বেগের। শাসকদলের মদত পুষ্টরা এই নারকীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে পূর্বতন ছাত্র সংসদ। বরং নির্বাচন করতেই আগ্রহী নয় এই সরকারের শাসকদলের প্রতিনিধিরা। প্রতিবছর নতুন পড়ুয়াদের প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের মদতেই গোলমাল জিইয়ে রয়েছে। প্রাক্তনরা পদ আকড়ে বসে রয়েছে। উল্লেখ্য, করোনার আবহে বহু কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মদতেই তাদের দখলে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক বেনিয়ম চালু রয়েছে। এ রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ও বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে অবিলম্বে পদ্ধতিগত ত্রুটি মুক্ত করে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরায় সচল করার দাবি জানান শুভঙ্কর সরকার।

দিল্লির জনপথে বাংলার আম

■ নয়াদিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে চলতি বেঙ্গল ম্যাঙ্গো মেলা ও হ্যান্ডলুম-হ্যান্ডিক্রাফট এক্সপো ২০২৫-এ বিক্রিতে রেকর্ড গড়ছে বাংলার আম। রাজ্যের ছয়টি জেলার প্রায় ২০০ প্রজাতির আম স্থান পেয়েছে এই মেলায়। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৪০ মেট্রিক টন আম পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত ২৫ মেট্রিক টন বিক্রি হয়ে গিয়েছে। চাহিদা দেখে আরও পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই বছর মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও বাঁকুড়া; এই ছয় জেলার আম নিয়ে গিয়েছে রাজ্য। রয়েছে একাধিক দুর্লভ প্রজাতিও; যেমন মিয়াজাকি, কোহিতুর, কাতিমন।

বাংলায় ৪০০-র বেশি প্রজাতির আম উৎপন্ন হয়। প্রতিবছর সাত লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি আম উৎপাদিত হয় রাজ্যে। রাজধানীতে যতটা সম্ভব প্রজাতি পাঠানোর চেষ্টা হয়েছে। মালদার হিমসাগর, লদণভোগ, মুর্শিদাবাদের রানি পাশন্দ, বাঁকুড়ার আম্রপালি ও মল্লিকা; প্রবল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। ওড়িশা ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত এবং পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত। সঙ্গে রয়েছে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। এই ত্রিফলার প্রভাবে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। উত্তরবঙ্গে শনি ও রবিবার বৃষ্টি কিছুটা কমলেও সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টির নতুন করে স্পেল শুরু হতে পারে। *ছবি: অদিতি সাহা*

কলকাতায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ১০ হাজার পার, উদ্বেগে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষা বাংলায় পা রাখতেই শুরু হয়েছে মশার দাপট। এক নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জেলায় জেলায় জল জমছে। আর এই জমা জলেই মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করছে মশাও। এরই মধ্যে এদিক ওদিক থেকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর যে আসেনি তা নয়। তবে এর মাঝে সামনে এল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট। আর তাতেই কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। কারণ, কেন্দ্র সরকারের বার্ষিক ম্যালেরিয়া রিপোর্টে উদ্বেগজনক জায়গায় রয়েছে শহর কলকাতা। দেশের ৭৭৫ টি জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের নিরিখে ষষ্ঠ স্থানে শহর কলকাতা। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের এই তালিকায় কলকাতার আগে শুধু ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম ও গোড্ডা এবং ওড়িশার কালাহান্ডি, রায়গাডা ও কন্দমল জেলা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত যে

রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তাতে ঝাড়খণ্ডের প শ্চিম সিংভূমে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯১৯৯, ওড়িশার কালাহান্ডিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৩৯৯, ওড়িশার রায়গাড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৮৩৫ জন, কন্দমলে আক্রান্ত ১১১৪৬ জন, ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় আক্রান্ত ১০২৮৮ জন। আর এরপরই রয়েছে কলকাতা। এখানে আক্রান্ত ১০১৭৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, সারা দেশের ৭৭৫ টি জেলার মধ্যে মাত্র সাতটি জেলায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার পার করেছে। এর আগে পরপর তিন বছর দেশের সব জেলাকে পিছনে ফেলে ম্যালেরিয়ায় দেশের মধ্যে প্রথম হয় কলকাতা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-এ কলকাতায় আক্রান্ত হন ১৭০০২ জন, যা ছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেই তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে নতুন রিপোর্টে। ২০২২-এও কলকাতায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হন ২৭২০৯ জন, সেটাও ছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে ২০২১ সালে কলকাতায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হন ২১২৯০ জন, সেটাও ছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কসবা ল' কলেজের ঘটনার পর কড়া আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ঘটনার পর কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজকেও। আর এই পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট কসবার ল' কলেজের মতো কোনও ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে দিতে নারাজ কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর সেই কারণেই আগে থেকে কড়া অনুশাসনে বেঁধে ফেলা হচ্ছে কলেজকে।

কলেজে যে নয়া নিয়ম চালু হতে চলেছে সে ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও দেওয়া হল এক স্পষ্ট বার্তা। সেখানে জানানো হয়েছে; যে কোনও বহিরাগতকে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে গেলে অধ্যক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই নিয়ম কার্যকর হবে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, কলেজের কমন রুম ছাড়া ক্যাম্পাসের অন্য কোথাও ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা দেওয়া চলবে না। এর পাশাপাশি কলেজ কর্তৃপক্ষ এও জানিয়ে দিয়েছে যে, অন্যত্র দাঁড়িয়ে আড্ডা বা গসিপ করতে দেখলে সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আর কলেজ ছুটি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও এবার কঠোর সিদ্ধান্ত আশুতোষ কলেজ কর্তৃপক্ষের। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই ছুটি দিতে হবে। কারণ, কসবা ল' কলেজে যে জঘন্য ঘটনা ঘটে তা সংঘটিত হয়েছিল কলেজ ছুটি হওয়ার পরই। কলেজ কর্তৃপক্ষের সাফ বার্তা, নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নয়।

এই নির্দেশিকা শুধুমাত্র বর্তমান পড়ুয়াদের জন্য নয়, প্রাক্তনদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। আর এই প্রসঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, 'আমরা চাই ছাত্রছাত্রীরা যেন নিরাপদ পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা দেওয়ার জায়গা হিসেবেই রাখার পক্ষেই আমরা। তাই কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা বহিরাগত প্রভাব বরদাস্ত করা হবে না।'

রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২ বছরের জন্য তাঁর ডাক্তারি লাইসেন্স বাতিল করেছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। এবার রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার হাইকোর্টে আবেদন জানান তিনি। আগামী সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে তাঁর আবেদনের শুনানি হবে বলে আদালত সূত্রে খবর।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে 'এফআরসিপি গ্লাসগো' নামে বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে তাঁকে নোটিসও পাঠায় রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের তলব পেয়ে বৃহস্পতিবার উপস্থিতও হয়েছিলেন

শান্তনু। তবে তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। এরপরই তাঁর রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ২ বছর চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না তিনি।

বৃহস্পতিবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি সুদীপ্ত রায় জানান, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করিয়েই বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁর রেজিস্ট্রেশন ২ বছরের জন্য বাতিল করা হয়েছে। ঘটনায় তৃণমূলের আর এক চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজি বলেন, 'শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করা ঠিক সিদ্ধান্ত।'

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পর বৃহস্পতিবার শান্তনু সেন দাবি করেছিলেন, তাঁর ডিগ্রি বৈধই। রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনও করেছিলেন। আরটিআই-ও করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনই উত্তর পাননি। তাঁর কথায়, 'আমার রেডিওলজির যোগ্যতা রয়েছে। যদি অন্যায় করতাম, আমি আমার অজ্ঞতাটা মেনে নিয়ে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে চলে যেতাম।' এখন এটাই দেখার হাইকোর্ট রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে কী নির্দেশ দেয়।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর দাবিতে হাইকোর্টে পেন-ডাউন সরকারি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মেটানোর দাবি উঠল এবার কলকাতা হাইকোর্টেও। শুক্রবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্টে পেন-ডাউন করতে দেখা যায় সরকারি কর্মীদের একাংশকে। তাঁদের দাবি, সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তা মেনে অবিলম্বে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শীর্ষ আদালত গত ১৬ মে নির্দেশ দিয়েছিল, ছয় সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে ২৭ জুন। কিন্তু কর্মীদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত একটি টাকাও হাতে পাননি তাঁরা। এরপরই নতুন করে প্রতিবাদীরা আদালতের দ্বারস্থ হন। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টে এদিনের এই পেন ডাউন কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারি-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী যৌথ মঞ্চ। তাঁদের দাবি, সর্বভারতীয় মূল্যসূচকের নিরিখে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায় সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকেও।

প্রসঙ্গত, সময়সীমা পেরানোর আগেই সুপ্রিমকোর্টে রাজ্য আর্জি জানায়, বকেয়া ডিএ মেটানোর জন্য আরও ছ'মাস সময় দেওয়া হোক। একইসঙ্গে রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, বকেয়া ডিএ দিতে হলে রাজ্যের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। তাদের দাবি, প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার দায়ভার বর্তাবে রাজ্যের উপর।

একাংশ কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ মেটাতে গেলেও ১০ হাজার কোটির বেশি অর্থের প্রয়োজন, যা ২০২৫-২৬ বাজেটে ধরা হয়নি। ফলে ঋণ ছাড়া উপায় নেই, আর কেন্দ্রীয় অনুমতি ছাড়া সে ঋণ নেওয়া সম্ভব নয়। পাশাপাশি রাজ্যের তরফে আদালতে এও দাবি করা হয়, ডিএ কোনও মৌলিক অধিকার নয়, বরং তা 'ঐচ্ছিক'। কেন্দ্রের হারে ডিএ দেওয়ারও কোনও দায় নেই রাজ্যের, কারণ কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক কাঠামো এক নয়। রাজ্য 'রোপা ২০০৯' অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে ডিএ দেয়। আর সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পাল্টা যুক্তি, ডিএ যে আইন স্বীকৃত সেটা সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েও দিয়েছে।

তৃণমূলে আগুন, অন্দরের দহন প্রকাশ্যে!

শাসক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বকে হাতিয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতির আবহে প্রকাশ্যে ফাটল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে! মালদা জেলার একটি জনসভায় প্রকাশ্য মঞ্চেই তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু হুমকি দেন এক প্রবীণ বিধায়ককে চড় মারার। উত্তরে রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জিও পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন; আবার আঙুল তুললে, আঙুল ভেঙে দেব! এই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার রাজ্য বিজেপি তীব্র কটাক্ষ করেছে। দলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, দলের ভিতরে প্রকাশ্যে যদি এমন হিংসা, অপমান আর হুমকি চলে, তবে পর্দার আড়ালে কী হয়, তা কল্পনাতীত! সাধারণ মানুষকেও তারা ঠিক এইভাবেই দমন করে। ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। তৃণমূলের পতনের ঘণ্টা বেজে গেছে। ২০২৬-এর আগেই ভেঙে পড়বে এই ভণ্ড তাসের ঘর। বিজেপির পোস্ট ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়ার ঝড়। অমরেশ কর লিখেছেন, এই বুড়োগুলোর মান-ইজ্জত বলে কিছু নেই। টাকা দিলে স্টেজে জুতোও খাবে। যদিও তৃণমূল শিবিরে এই ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে প্রকাশ্যে নেতা-নেত্রীর সংঘর্ষের এই ছবি ঘিরে অস্বস্তি বাড়ছে শাসকদলে।

ওবিসি মামলা বিচারাধীন, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশে বিলম্ব, জানালেন বোর্ড চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে বোর্ড। শুক্রবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানান, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা রয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের আশ্বস্ত করছি। বোর্ড সমস্তরকম ভাবে প্রস্তুত আছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ এলেই ফল প্রকাশ করা হবে।

চেয়ারম্যান আরও বলেন, গত ২৭ এপ্রিল রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয়। ফল প্রকাশের সম্ভাব্য দিন হিসেবে ৫ জুন নির্ধারিত ছিল। সেই মতো প্রস্তুতিও নিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু ওবিসি সংক্রান্ত সংরক্ষণের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন হওয়ায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৪ সালের ওবিসি আইন বর্তমানে কার্যকর নয়। সেই অনুযায়ী, আপাতত কেউ সংরক্ষণের আওতায় পড়েন না।

ফল প্রকাশ ও সংরক্ষণের নির্ধারণ দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। বোর্ডের দায়িত্ব পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশ করা।

ডায়াফ্রাম ফেটে মেট্রোর সুড়ঙ্গে জল, খতিয়ে দেখতে চলছে সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টিতে ফের বিপর্যস্ত শহরের মেট্রো পরিষেবা। সেন্ট্রাল এবং চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের মাঝের সুড়ঙ্গে দেওয়াল ফেটে ঢুকেছে বৃষ্টির জল। রবিবার রাতের ভারী বৃষ্টির জেরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর জল ঢুকেছিল মেট্রোর ড্রেনে, আর সেই জমা জল ঝরঝর করে পড়ে ট্র্যাকে।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। জানা গিয়েছে, শুধু এই ঘটনা নয়;ভবিষ্যতে ব্লু লাইন মেট্রোর অন্য সুড়ঙ্গপথেও যাতে এমন পরিস্থিতি না হয়, সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় রেড্ডি। আগামী সপ্তাহেই জমা পড়তে চলেছে সেই রিপোর্ট।

রাইটসের আধিকারিক ছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন সুড়ঙ্গ ও নির্মাণ বিশেষজ্ঞেরা। চাঁদনি চক, সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ছাড়াও, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে বেলগাছিয়ার গোটা পাতাল ও উর্ধ্বমুখী সুড়ঙ্গপথ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিদিন রাতের মেট্রো চলাচল বন্ধ হওয়ার পর থেকে ভোর পর্যন্ত চলছে পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার কাজ।

পায়ে হেঁটে থর মরুভূমি পেরনোর চেষ্টায় মৃত্যু দুই পাকিস্তানি হিন্দুর

সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু উদ্বাস্তু ইস্যুতে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাকিস্তান থেকে প্রাণে বাঁচতে ভারতে আসার চেষ্টা করেছিলেন রবি কুমার এবং শান্তি বাঈ নামক দুই পাকিস্তানি হিন্দু। কিন্তু প্রায় দু'বছর ধরে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানি আধিকারিকদের অসহযোগিতা ও গড়িমসির জন্য তাঁদের ভারতে আসার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে পায়ে হেঁটে থর মরুভূমি পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। কিন্তু মরুভূমির তীব্র দাবদাহে প্রাণ হারান দুই জনই। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। লেখেন, সারা বিশ্বে হিন্দুদের হোম ল্যান্ড একমাত্র ভারত। তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসতে চায় সসম্মানে

জীবনযাপন করতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বহু হিন্দু এই বিষয়ে এখনো উদাসীন বলেও আক্ষেপ করেন তিনি।

শুভেন্দুর আবেদন, হিন্দুদের উচিত উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভাগ্য দেখে শিক্ষা নেওয়া, আর বুঝে নেওয়া কেন ভারতকে হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে রক্ষা করা জরুরি। রবি কুমার ও শান্তি বাঈ-এর মৃত্যুকে অকাল ও হৃদয় বিদারক বলে উল্লেখ করে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় আসছে সবুজ অ্যানাকোন্ডা

আগামী সপ্তাহে চেন্নাই রওনা দেবে প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আলিপুর চিড়িয়াখানায় আসতে চলেছে চারটি সবুজ অ্যানাকোন্ডা। কেন্দ্রীয় জু অথরিটির ছাড়পত্র মিলতেই সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনতে আগামী সপ্তাহেই চেন্নাই রওনা হবে চিড়িয়াখানার প্রতিনিধি দল। শুক্রবার চিড়িয়াখানা সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অরণ্যের ভয়াল বাসিন্দা এই অ্যানাকোন্ডা। হলুদ অ্যানাকোন্ডার তুলনায় সবুজ অ্যানাকোন্ডা আকারে অনেক বড়, অনেক ভয়ংকরও। বহু বছর ধরেই এদের সংগ্রহের চেষ্টা করছিল আলিপুর চিড়িয়াখানা। এমনকী বিদেশি

চিড়িয়াখানাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু হদিস মেলেনি।

শেষমেশ দেশেরই একমাত্র সবুজ অ্যানাকোন্ডা রাখা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংক-এর দ্বারস্থ হয় আলিপুর। সেখান থেকেই আগে হলুদ অ্যানাকোন্ডাও আনা হয়েছিল। প্রথমে তারা রাজি না হলেও, দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে সবুজ অ্যানাকোন্ডা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। বিনিময়ে আলিপুর দিচ্ছে শাঁখামুটি সাপ। সব ঠিকঠাক থাকলে অচিরেই কলকাতার দর্শনার্থীরা চিড়িয়াখানার খাঁচায় দেখতে পাবেন এই বিরল, রহস্যময় এবং ভয়াল সরীসৃপ সবুজ অ্যানাকোন্ডা।

সম্পাদকীয়

আশায় অভিভাবকরা, প্রাইভেট টিউশনে নির্ভরতা কমাতে অবশেষে আসরে নামল সরকার

বাড়ছে প্রাইভেট টিউশনের নির্ভরতা। উল্টোদিকে অভিভাবকদের মধ্যে ক্রমশ কমছে স্কুলের পড়াশোনার উপর ভরসা। সোজা কথায় তার মানে, বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনে খামতি রয়ে যাচ্ছে। এটাই কি মূল কারণ, নাকি নেপথ্যে আরও কিছু এক্স ফ্যাক্টর রয়ে গিয়েছে? থাকছে ফাঁক। এই ফাঁক খুঁজে বের করতে এবার উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি চালাতে ও খোঁজখবর নিতে ন'সদস্যের এক কমিটি গঠন করেছে শিক্ষামন্ত্রক। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় সচিবকে। তৈরি হয়েছে আট দফা অ্যাজেন্ডাও। সেইমতো নেওয়া হচ্ছে যাবতীয় পদক্ষেপ। তবে শুধুমাত্র অ্যাজেন্ডা তৈরি করে কর্মসূচি পালন করাই নয়, পড়ুয়াদের কোচিং নির্ভরতা কমানোর জন্য তাঁদের ও অভিভাবকদের সচেতন করার কাজও শুরু করতে চায় মন্ত্রক। উচ্চশিক্ষায় এই মুহূর্তে কেরিয়ার ভিত্তিক পড়াশোনার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই হাতেগোণা কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এভাবেই পড়ুয়া ও অভিভাবকদের বোঝানো হবে। সবমিলিয়ে গোটা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। জানা গিয়েছে, প্রতি মাসে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে রিপোর্ট দেবে ওই কমিটি। পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের কোচিং নির্ভরতা আদৌ কমেছে কি না, সেই নিয়েও বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হবে শিক্ষামন্ত্রীকে। কমিটি প্রধানত খতিয়ে দেখবে পড়ুয়াদের পড়াশোনায় 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং', 'লজিক্যাল রিজনিং', 'অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস' এবং 'ইনোভেশন'-এর ক্ষেত্রে কোনও খামতি থেকে যাচ্ছে কি না। কী কারণে 'ডামি স্কুল' এবং কার্যত স্কুলের মতো ফি'তেই সর্বক্ষণের কোচিং সেন্টারের দিকে ছাত্রছাত্রীরা ঝুঁকছে, সেটিও খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি। দেরিতে হলেও সরকারের এই উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন অভিভাবকরা। এর ফলে স্কুলগুলির নিয়মিত পঠনপাঠনের উন্নতি হলে সবচেয়ে লাভ। একদিকে স্কুলমুখী হবে পড়ুয়ারা, উল্টোদিকে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘাড় থেকে বাড়তি খরচের বোঝাও নামবে।

শব্দবাণ-৩১৯

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৫		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বাঁকাভাবে যাওয়া ৩. ইয়োরোপীয় বেশ ৬. একবার ওগো — চল দেখি কথা শুনে ৭. সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণেতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জনগণের কল্যাণসাধন ২.খুব কম খরচে শ্রাদ্ধ ৪. মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান ৫. সম্মেলন।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৮

পাশাপাশি: ১. পত্তন ২. উত্তরা ৫. বেণুক ৮. জটলা ৯. কোপরা।

উপর-নীচ: ১. পচন ৩. রাউত ৪. অণুভা ৬. তেরিজ ৭. চেহারা।

জন্মদিন

আজকের দিন

রামবিলাস পাসোয়ান

১৯৪৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মদিন।
১৯৬০ বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জন্মদিন।
১৯৯০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুরজ পাঞ্চোলির জন্মদিন।

মন্ত্রীর ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: বৃহস্পতিবার, পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের একাংশের হাতে আক্রান্ত হন রাজ্যের মন্ত্রী এবং স্থানীয় বিধায়ক সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। মন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে কালো পতাকা ও ঝাঁটা নিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় এবং তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই হামলায় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী আঘাতপ্রাপ্ত হন।

এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলেন মন্তেশ্বরের কুলুটের বাসিন্দা মহিউদ্দিন বড়া ও শেখ আজহারউদ্দিন, দিগনগরের বাসিন্দা সাদ্দাম মণ্ডল, কুসুম গ্রামের বাসিন্দা বংশী বয়রা এবং মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা সাহেব শেখ। শুক্রবার ধৃতদের কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে যাওয়ার পথে একজন সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন যে তিনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। তিনি জানান যে তারা ওই এলাকায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত ছিলেন না। পুলিশ তাকে মিথ্যা অভিযোগে তুলেছে।

যদিও এই ঘটনায় বিজেপির দাবি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামলাতে নাজেহাল পুলিশ। এখন বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার না-করে চাকরি বাঁচাতে নিরীহদের গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি সামলাচ্ছে। পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরেই তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ পরিস্থিতি সামলাতেই দ্রুত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।

উল্লেখ্য, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশকে সামনে রেখে সভাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভার মালডাঙা এলাকায় তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও মন্তেশ্বরের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। ১০ জুলাইয়ের মধ্যে দল ব্যবস্থা না-নিলে দল ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানোর পর সাংবাদিকদের কাছে জানান সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

যুগলের রহস্যমৃত্যুতে খুনের অভিযোগ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, বৈদ্যবাটিতে পারিবারিক কলহের জেরেই তাঁরা একে অন্যের ওপরে প্রাণঘাতী হামলা চালান। তাতেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে তদন্তে নেমে ঘটনার পিছনে তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধান পান তদন্তকারীরা।

বৈদ্যবাটিতে যুগলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার দু'জনকে গ্রেপ্তার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে, সম্পর্কের টানাপড়েন। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। অবশেষে অর্জুন পাসোয়ান এবং নাসিরুদ্দিন শেখ নামে দুই অভিযুক্তকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। বৃহস্পতিবার কাকভোরে আর্ত চিৎকার শুনে বেগতিক কিছু হয়েছে ধরে ছুটে এসেছিলেন প্রতিবেশীরা। এসে তাঁরা দেখেন, ঘরের বাইরে রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করছেন মনীশ ভাদুড়ি (৩৫)। নিথর হয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অপর্ণা মাঝির (৩২) প্রাণহীন দেহ। ঘরের মেঝেতে চাপ চাপ রক্তের দাগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপর্ণার ছোট বোন রিম্পার সঙ্গে একটি পানশালায় আলাপ হয় হাওড়া চামরাইলের বাসিন্দা অর্জুন পাসোয়ানের। অর্জুন পেশায় গাড়িচালক। অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে রিম্পা স্বামীকে ছেড়ে অর্জুনের সঙ্গেই তেলেঙ্গানায় কাজ করতে যান। সেখানে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকেন তাঁরা। তিন মাস অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্কে থাকার পরে রিম্পা জানান, অর্জুনকে তাঁর পছন্দ নয়। অন্য আর একজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। দিদি অপর্ণাও অর্জুনের সঙ্গে রিম্পাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন। বোনকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার কথাও বলেন। আর এতেই 'প্রতিশোধ' নেওয়ার পরিকল্পনা করেন অর্জুন।

অভিযোগ, অর্জুন অপর্ণার বাড়িতে এসে হুমকি দেন। তাকে মদত দেন তার জামাইবাবু নাসিরুদ্দিন শেখ। অভিযোগ, অপর্ণা ও মনীশকে খুন করার তিন দিন আগেও অপর্ণার বাড়িতে এসেছিলেন অর্জুন। সেখানে বচসার সময়ে অপর্ণা অর্জুনকে চড় মারেন। পুলিশের অনুমান, এই অপমানের বদলা নিতেই অর্জুন খুন করে। সেই কাজে তার জামাইবাবু মদত দেয়। বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীতারাম বাগানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন যুগল মনীশ ও অপর্ণা। দিল্লি রোডের একটি ঢালাই কারখানার কর্মী মনীশ ও পরিচারিকার কাজ করতেন অপর্ণা। মনীশ অবিবাহিত হলেও, অপর্ণা বিবাহিত ও তাঁর ছেলে আছে বলে একাংশের দাবি। প্রতিবেশীরা মনীশের পরিবারকে খবর দিলে, তাঁরাই শ্রীরামপুর থানায় খবর দেন।

ঘটনার খবর পেয়ে, সেখানে হাজির হন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পণ্ডিত জাগলভি, ডিসি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস, এসিপি শুভঙ্কর বিশ্বাস ও শ্রীরামপুর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী। এরপরই ওই দুই অভিযুক্তকে ধরার জন্য তৎপর হয় পুলিশ। দুটো টিম তৈরি করে একটি টিমকে চামরাইলে পাঠানো হয়। অন্য দলটি যায় মহেশতলায়। এরপর স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিয়ে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার দিন অর্থাৎ বুধবার শিয়ালদা থেকে ছুরি কিনে বৈদ্যবাটিতে যায় অর্জুন। রাত পর্যন্ত ওই এলাকায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে। ভোররাতে অপর্ণার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপর্ণা ও মনীশকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। গোটা শরীর ফালাফালা করে দেওয়া হয়। রাত তিনটে নাগাদ প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনতে পান। এরপরই উদ্ধার হয় যুগলের রক্তাক্ত দেহ।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এসে ফের জরিমানা নিয়ে ফিরল পুরনিগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসানসোল পুর নিগমের একটি বিশেষ দল যারা ইদানিং জামুড়িয়া শিল্পতালুকে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু বারবার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এসে শুধু জরিমানা করেই ফিরে যেতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া শিল্প তালুকে একটি বেসরকারি কারখানায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এসে জরিমানা করেই ফিরে যায় আসানসোল পুরনিগম।

শুক্রবার আবার জামুড়িয়া শিল্পতালুকের ইকরা এলাকায় অবস্থিত ধাতু উদ্যোগ কারখানায় আসানসোল পুরনিগমের দল জেসিবি মেশিন দমকল ও জামুড়িয়া থানার পুলিশকে নিয়ে কারখানায় পৌঁছলে কারখানায় প্রবেশের আগে কর্তৃপক্ষর সঙ্গে নানান তর্কে জড়িয়ে পড়েন। জামুড়িয়া থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর কর্মকর্তারাও এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চলে তর্ক-বিতর্ক ।

এর পরেই পুরনিগমের দল কারখানায় প্রবেশ করতে পারে। এ বিষয়ে আসানসোল পুরনিগমের আইন উপদেষ্টা রবি উল ইসলামের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে আসানসোল পুরনিগমের কোথাও অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করবে না। তিনি বলেন, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে কারখানা পুরনিগম থেকে নেওয়া নির্মাণ অনুমতির চেয়ে বেশি জায়গায় নির্মাণকার্য করছে অথবা এমন কিছু নির্মাণ করা হচ্ছে যা শ্রমিকদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। পুরনিগম গত দু'বছর ধরে কারখানা মালিকদের ক্রমাগত নোটিশ দিয়ে আসছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ জরিমানা না-দিলে পুরনিগমের অবৈধ নির্মাণ আইন মোতাবেক ভেঙে

ফেলবে। জরিমানা দিলে তাদের নির্মাণ নিয়মিত করা হবে।

কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ যখন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, তখন আসানসোল পুরনিগম এই অভিযান চালাচ্ছে। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। আগে তাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু অবশেষে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং কারখানার শ্রমিকরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে আসানসোল পুরনিগমের দলকে কারখানায় প্রবেশ করতে দেন। রবিউল ইসলাম বলেন, আসানসোল পুরনিগম চায় না যে, কোনও কারখানার মালিক কোথাও কোনও সমস্যার সম্মুখীন হোক। রাজ্য সরকারের মতো আসানসোল পুরনিগমও চায় যে এই এলাকায় শিল্পায়ন এগিয়ে যাক, তবে এখানে স্থাপিত শিল্পগুলিকে পুরনিগমের নিয়ম মেনে চলতে হবে। কারখানার ওপর জরিমানা করা হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ একটি অর্থ জমা দেয়, যদিও রবিউল ইসলাম কারখানা কর্তৃপক্ষ কত টাকা দিয়েছে তা প্রকাশ করেননি।

এই বিষয়ে কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শুভ দাসের সঙ্গে কথা বললে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, তিনি তাঁর কারখানায় কোনও অবৈধ নির্মাণ করেননি। তিনি ২০২৪ সালের হোল্ডিং ট্যাক্স দেখিয়ে বলেন যে, তিনি যদি কোনও অবৈধ কাজ করে থাকেন, তা হলে আসানসোল পুরনিগম কী ভাবে তাঁর কাছ থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়েছে। একদিকে, তাঁর কাছ থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে, আসানসোল পুরনিগম বলছে যে তিনি অবৈধ নির্মাণ করছেন। দু'টি জিনিস একসঙ্গে ঠিক হতে পারে না।

তিনি বলেন, পুরনিগমের একটি দল তাঁর কারখানায় এসেছিল, তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয় যে পুরনিগমের একটি দল কেন এসেছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কেউ যদি তাঁর কারখানায় কিছু ভাঙার চেষ্টা করে, তা হলে তিনি তা হতে দেবেন না। কারখানা তৈরির সময় পুরনিগমের জমা দেওয়া পরিকল্পনা ছাড়া যদি অন্য কোনও নির্মাণ কাজ করা হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই পুর নিগমের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন, কিন্তু যদি কোথাও নির্মাণ করা হয়েও থাকে, তবুও শ্রমিকদের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

তিনি বলেন, যখন তিনি কোনও ভুল করেননি, তখন জরিমানা কীসের জন্য দিতে হবে? তিনি একটি টাকা জমা দিয়েছেন, এরপর তিনি পুরনিগমের সঙ্গে একটি বৈঠক করবেন, যদি সেই বৈঠকে দেখা যায় যে তিনি কোনও ভুল করেছেন, তা হলে তিনি যতটুকু জরিমানা বাকি আছে তা পরিশোধ করবেন, আর যদি জানা যায়, যে তিনি কোনও ভুল করেননি, তা হলে আজকের টাকা পুর নিগমের জমা দেওয়া করের পরিমাণ থেকে কেটে নেওয়া হবে। বর্তমানে তিনি আইনত ব্যবস্থা নেবেন না। প্রথমে তিনি পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান শুভবাবু।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে নতুন শব্দের অভিধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জেন এক্সদের মুখে মুখে ফেরা 'বাওয়াল', 'চুলবুলি', 'চুদুরবুদুর', 'লুল্লুরি', 'নিজস্বী', 'খাপ', 'ছাপড়ি'র মতো হালফিলের শব্দ মিশে গেছে ধ্রুপদী বাংলায়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'প্রয়োগের বাংলা ব্যবহারের বাংলা' নিয়ে পাঁচ দিনের কর্মশালা শুক্রবার শেষ হল। কর্মশালা শেষে উপাচার্য ৮৪ জন গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে জানান, ভাষা নদীর মতো বহমান। প্রয়োগের পার্থক্যের জন্যই বাংলা ভাষা এত সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় এই ভিন্নতা খুঁজে বের করার মধ্যেই রয়েছে এই কর্মশালার সার্থকতা।

কর্মশালার প্রথম দিন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার জানান, বাংলাকে যেন বাংলার মতো সুন্দর করে বলা হয়। প্রয়োগের ক্ষেত্রে অহংবোধের জায়গাটা যেন বাংলা ভাষাতে না-আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার পদার্থবিজ্ঞানী ও ভাষাবিদ পলাশ বরণ পাল সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে জানান, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষ নিজের মনের কথা অকপটে তুলে ধরছে। ফলে ভালো-মন্দ মিশিয়ে ভাষার প্রয়োগের সবটাই পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে। কর্মশালায় সিজার বাগচি মুখের ভাষাকেই প্রয়োগের ভাষা করে তোলার সপক্ষে দাবি জানান, ধীরে ধীরে এই শব্দেরা ঢুকে পড়বে সাহিত্যে এবং ক্রমশ সেটাই মূল ধারার লেখার অংশ হয়ে উঠবে। 'কেনকি'-র মতো শব্দই এখনকার প্রজন্মের মনের ভাব ফুটিয়ে তুলবে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী রেডিওতে ব্যবহৃত এখনকার বাংলাকে দূষিত বলে মত প্রকাশ করেন, 'এফএমের বাংলায় আমার সমর্থন নেই। আমার মতে এর ফলেই বাংলা ভাষা দূষিত হচ্ছে।' ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস কর্মশালার শেষে জানালেন, আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের মুখে ঘোরা শব্দ এবং শব্দবন্ধ নিয়ে বিশেষ একটি অভিধান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কর্মশালার শেষ দিনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা রাখেন অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক, অধ্যাপক সঞ্জিত মণ্ডল, ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত প্রমুখ।

পথনিরাপত্তা সপ্তাহে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সাপ্তাহজুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। পয়লা জুলাই থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে পুলিশের এই কর্মসূচি, সে মতো অন্ডাল সাব-ট্র্যাফিকের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়। উখড়ার আদর্শ হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সচেতনতা র‍্যালি করা হয়, র‍্যালিটি উখড়া আদর্শ স্কুল থেকে শুরু হয়ে উখড়া শঙ্করপুর মোড় হয়ে বাজার পরিক্রমা করে আদর্শ স্কুলের সামনে এসে শেষ হয়। এই র‍্যালির মাধ্যমে সচেতন করা হয় পথচলতি মানুষ ও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অন্ডাল ট্র্যাফিক ওসি প্রবীর পাল, অন্ডাল থানার ওসি মেঘনাদ মণ্ডল, উখড়া ফাঁড়ির আইসি-সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলন্টিয়াররা।

এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সঞ্জীব তিওয়ারি জানান, পথনিরাপত্তা সপ্তাহে এই ধরনের ছোট ছোট অনুষ্ঠান করে সাধারণ মানুষকে ট্র্যাফিক সচেতনতা বিষয়ে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকদিন পথদুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হয়, আর সেটা থেকে রক্ষা পেতে, মানতে হবে ট্র্যাফিক আইন। বাইক চালানোর সময় পরতে হবে হেলমেট, গাড়িতে লাগাতে হবে সিট বেল্ট, পাশাপাশি বাইকে তিনজন আরোহী নিয়ে বাইক চালানো যাবে না, কানে হেডফোন নিয়ে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালালে দিতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা।

খোরপোশ দিতে না-পারায় বৃদ্ধ স্বামীর জেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে না-পারার মামলায় অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আমতা আদালত। শুক্রবার আমতা আদালতের ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রতীকা রাই এই রায় দেন। সাজা প্রাপ্ত স্বামীর নাম অনিল ভৌমিক। জানা গিয়েছে, অনিল ভৌমিকের স্ত্রী কাকলি বাগ ভৌমিক ৩০ বছর আগে অনিল ভৌমিকের বিরুদ্ধে খোরপোশ না-দেওয়ার মামলা করেন। এতদিন ধরে খোরপোশ দিয়ে এলেও বয়স হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি খোরপোশ দিতে পারেননি। কয়েক মাস আদালতে খোরপোশ জমা পড়েনি। ওই অনিলবাবুর স্ত্রী উকিল মারফত আদালতের শরণাপন্ন হন। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার ট্রলিতে চাপিয়ে অনিলবাবুকে আদালতে হাজিরা করে তাঁর বাড়ির লোকজন। বিচারক সব শুনে অনিলবাবুকে ৩০ দিনের জেলের নির্দেশ দেন। খোরপোশ মামলার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কালীগঞ্জ বোমা-কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কালীগঞ্জের মোলান্দি বোমা-কাণ্ডে আরও একজন গ্রেপ্তার। ধৃত ব্যক্তির নাম আবুল কাশেম শেখ বয়স ৫৮ বছর। তাঁকে নদিয়ার পলাশিপাড়া থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে কালিগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত আবুল কাশেমকে শুক্রবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের তরফ থেকে তিন দিনের পুলিশ হেপাজত চাওয়া হয় আদালতে। এখনও পর্যন্ত কালীগঞ্জ বোমা-কাণ্ডে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দশজন। এখনও অধরা ১৪ জন। ঘটনার পর মৃত নাবালিকার মা সাবিনা বিবি ২৪ জন নামে কালীগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। যদিও পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেছেন সিবিআই চেয়ে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানোর পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প, যার উদ্বোধন হবে আগামী ৮ কিংবা ৯ জুলাই।

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন। ধৃতরা হল শশী কুমার প্রসাদ (১৮ বছর), অভিষেক চৌধুরী (১৮ বছর) ও মোঃ সাহিল (২২ বছর)। ২ জুলাই গ্রেপ্তারের পর তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সোনার অলঙ্কার, রূপার অলঙ্কার এবং কিছু নকল অলঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২৯ জুন বা তার আগে গভীর রাতে, কোন্নগরের ৪/বি, সিএস মুখার্জি স্ট্রিট বাই লেন সাউথ, শ্রীমতি অর্চনা চ্যাটার্জির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। তিনি গত সাত/আট দিন ধরে তিনি বাড়ি থেকে বাইরে ছিলেন। অভিযোগকারীর অনুপস্থিতিতে, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা চুরি করে তাঁর বাড়ি থেকে সোনার অলংকার, নগদ টাকা এবং অন্যান্য মূল্যবান গৃহস্থালীর জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। অভিযোগকারী বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পান যে তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। একই দিনে ০১.০৭.২০২৫ তারিখে তিনি উত্তরপাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং একটি নির্দিষ্ট মামলা শুরু হয়।

জটিল অস্ত্রোপচার সফল বনগাঁ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সফল ভাবে জটিল অস্ত্রোপচার বনগাঁ হাসপাতালে। জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে নজির স্থাপন করল বনগাঁ মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সফলভাবে মহিলার টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট সম্পন্ন হল বৃহস্পতিবার। হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্বপন মণ্ডল ও অজ্ঞানের চিকিৎসক (অ্যানাস্থেটিস) তথা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াইয়ের তত্ত্বাবধানে এই জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অপারেশনের পর রোগী সুস্থ আছেন। বেশ কয়েকদিন তাঁকে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রেখে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এর আগে বনগাঁ হাসপাতালে ছোটখাটো অর্থোপেডিক অপারেশন হলেও, এধরনের জটিল অপারেশন এই প্রথম হল। চিকিৎসকদের মতে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট হলেও এটা ছিল অন্তিম পর্যায়ের অপারেশন। যা মেডিক্যাল কলেজে সম্ভব। সেটি সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আগামীতে এধরনের নানা অপারেশন আর বাইরে যেতে হবে না রোগীদের।

নদিয়ার গাংনাপুরের বাসিন্দা জ্যোৎস্না দাস (৩৫) দীর্ঘদিন ধরে বাতের সমস্যায় ভুগছিলেন। মাস তিনেক আগে বাড়িতে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান। বনগাঁ হাসপাতালের চিকিৎসক স্বপন মণ্ডলের কাছে আসেন। চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে মহিলার পায়ে অপারেশন করেন। মাসখানেক আগে আবার পড়ে গেলে হিপ জয়েন্টের হাড় সরে যায়। চিকিৎসকের কাছে আসলে তিনি জানান টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। যা অনেকটাই ব্যয়বহুল। গরিব হওয়ায় তাঁকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসক স্বপন মণ্ডল। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল সুপার নার্স ও সহকারীদের সাহায্যে জটিল এই অপারেশন সম্পন্ন হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবশেষে প্রত্যাশা মতো তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই থাকল কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতি। প্রায় ১ বছর আগে সভাপতি তসলিমা খাতুন মারা যান। তারপর থেকেই কংগ্রেসের একাংশ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতি দখলের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কয়েক মাস আগে ৪১ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দুই দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি শিবিরে চলে যায়। ৪১টি আসন বিশিষ্ট কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতিতে শুক্রবার ভোটাভুটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সামিমা পারভিন ২৪ টি ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। অন্যদিকে বিউটি খান ১৬টি ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ভোট গিয়েছে মিমের পক্ষে।

মালদা জেলার কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গঠনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকেই ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে ২০২৪ সালের ৫ জুন কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাসলিমা খাতুনের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে সংশ্লিষ্ট ৫০ সমিতির সভাপতি গঠন নিয়েই তুমুল জটিলতা এবং বিতর্ক চলে আসছিল। অবশেষে জেলা প্রশাসনের নির্দেশমতো এদিন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। দীর্ঘ একবছর পর এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গঠন করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন রয়েছে ৪২টি। তার মধ্যে ১ জনের মৃত্যুতে ৪১টি আসন রয়েছে। বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪টি আসন, কংগ্রেসের ১৬টি আসন ও মিম পার্টির ১টি আসন নিয়ে মোট ৪১টি আসন রয়েছে। এদিন ৪১ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উপস্থিত ছিলেন সভাপতি নির্বাচনে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন,কালিয়াচক এসডিপিও ফাইজাল রেজা, কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী-সহ প্রচুর পুলিশ বাহিনী। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সভাপতি নির্বাচিত হন সামিমা পারভিন, সহকারি সভাপতি নির্বাচিত হন আলিউল শেখ।

কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদ্য সভাপতি দায়িত্ব পাওয়া সামিমা পারভিন জানিয়েছেন, বিরোধী দল কংগ্রেস তৃণমূলের সদস্যদের ভাঙিয়ে বোর্ড গঠনের চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ওদের সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। দলের নির্বাচিত সদস্যরা আমাকে সমর্থন জানিয়ে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করেছেন। আগামীতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হবে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি আলিউল শেখ বলেন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গঠন হয়েছে। এতদিন ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করাতে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আগামীতে তা আর হবে না।

বন্ধুর সঙ্গে গল্প করায় হেনস্থা, অপমানে আত্মঘাতী কিশোরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বন্ধুর সঙ্গে গল্প করার অপরাধে হেনস্তা! পরে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। সেই অপমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরী। ঘটনাটি নদিয়ায় শান্তিপুর থানার গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। জানা যায়, শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াডাঙা শ্রীরামপুরের কিশোরী শ্রেয়া বিশ্বাস। সে গত পরশুদিন প্রতিদিনের মতো স্কুলে গিয়েছিল। স্কুল থেকে সে বাড়িতে না-এসে কোনও এক বন্ধুর সঙ্গে গয়েশপুর হাসপাতাল সংলগ্ন একটি মাঠে বসে গল্প করছিল। তখন ওই এলাকার স্থানীয়রা তাদেরকে আটকে রাখে বলে অভিযোগ। পরবর্তীকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ তাদের দুজনকেই থানায় নিয়ে আসে। পরিবারের তরফে খবর পেয়ে থানায় গিয়ে ওই কিশোরীকে বাড়িতে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ওই কিশোরীর বাবা প্রতিদিনের মতো কাজে বের হন। সকালে যখন তার মা রান্না করছিলেন, সেই সুযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। দীর্ঘক্ষণ ঘর থেকে না-বের হওয়ায় সন্দেহ হয় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের। তারপর দরজা ভেঙে দেখে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর ওই কিশোরীকে ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ওই কিশোরীর বাবা বলেন, 'বৃহস্পতিবার ওর মা ওকে স্কুলে যেতে দেয়নি। পাশাপাশি যেটা জানতে পারি বন্ধুর সঙ্গে গল্প করায় এলাকাবাসী তাদেরকে আটকে রাখে, পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেই কারণেই অপমানিত বোধ করেন আমার মেয়ে। হয়তো সেই কারণেই আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারে।'

ভাবাদিঘির জট কাটিয়ে শুরু রেললাইন তৈরির প্রাথমিক কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বার বার প্রশাসনিক বৈঠকের পর অবশেষে ভাবাদিঘির জট কাটল। শুরু হল মাটি পরীক্ষা করার কাজ। ভাবাদিঘির জট কাটাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছেন গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচি ও গোঘাট থানার ওসি মধুসূদন পাল। এমনটাই দাবি ভাবাদিঘি আন্দোলনের এক নেতার।

প্রায় ১৪ বছরের ধরে ভাবাদিঘির জটে আটকে ছিল তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল যোগাযোগ। এই জট কেটে যাওয়ায় খুশি আরামবাগ মহকুমা মানুষ থেকে শুরু করে ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতৃত্ব। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভাবাদিঘির জট কাটিয়ে রেললাইনের কাজ শুরু হয়েছে ভাবাদিঘিতে। তাই তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেললাইনের কাজ নিয়ে তৎপর রেল দপ্তর। নতুন করে রেলে পক্ষ থেকে রেল চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি হাওয়া আরামবাগ মহকুমায়।

ভাবাদিঘির মানুষ তাঁদের জেদ ও জলাশয় বাঁচানোর নামে রাজনীতি করা থেকে সরে এসে প্রশাসনের সঙ্গে সদর্থক আলোচনা করায় জট কাটার পথ তৈরি হয়। এই জট কাটাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আদালত। আর কোর্টের নির্দেশে পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপে ভাবাদিঘির জট কাটল। উল্লেখ্য,২০১০ সালে ৫২ বিঘার ওই দিঘির (দিঘির নামেই গ্রামের নাম) একাংশ বুজিয়ে রেলপথ নির্মাণ হবে জানতে পেরে তাঁরা আপত্তি তোলেন এবং ভাবাদিঘির মানুষ আন্দোলন শুরু করেন। মূলত তাঁদের আন্দোলনের জেরেই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের কাজ থমকে গিয়েছিল। কিন্তু এই জট কাটিয়ে ভাবাদিঘিতে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হল।

ভাবাদিঘি মানুষের দাবি, ভাবাদিঘিকে নতুন করে খনন করে সংস্কার করে দিতে হবে। রেল দিঘি বাঁচিয়ে ব্রিজ তৈরি করে রেল লাইন করুক। এই দাবি মেনে নিয়েছে প্রশাসন। এমনটাই জানা যাচ্ছে। এই বিষয়ে ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতা দিলীপ পণ্ডিত বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে জট খোলার পথ পাওয়া গিয়েছে। জলাশয় না-বুঝিয়ে ব্রিজ তৈরি করে রেল চালানোর কথা বলা হয়েছে। প্রশাসন ভাবছে। কামারপুকুর জয়রামবাটির মেলবন্ধন হবে। সেই আস্থা আছে। দিঘিটা খনন করতে হবে। রেল সম্মত হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের তরফ থেকে গোঘাটের ওসি মধুসূদন পাল ও বিডিও সম্রাট বাগচির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের চেষ্টায় একটা জট খুলতে চলেছে। ওঁর গোঘাটের মানুষের জন্য আরও বহুদিন কাজ করুক।'

গোঘাটের বিডিও সম্রাট বাগচি জানান, উচ্চ প্রশাসনের সমস্ত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভাবাদিঘির মানুষ ভালো থাক। রেল লাইনের কাজও হোক।

চার হাত নিয়ে ৩০০ বছর ধরে পূজিত বাগনানের জগন্নাথ

মনোজ চক্রবর্তী

বাগনান: শুক্রবার ফিরতি রথ। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রারা মাসির বাড়ি থেকে চলে যাবেন। মন খারাপ সকলের। কে এমন যত্ন করে তাদের খাইয়ে দেবে। জগন্নাথদের যে হাত নেই। কিন্তু না। জগন্নাথের হাত আছে। বলরামেরও হাত আছে। তবে সুভদ্রার হাত নেই। তাই বোন সুভদ্রাকেই দুই ভাই মিলে খাইয়ে দেন। এমনটাই মিথ হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের সীমান্ত এলাকা বাগনানের নাউপালা গ্রামে। এখানে জগন্নাথ মন্দির চার হাত নিয়ে তিনশো বছরের ও বেশি সময় ধরে পূজিত হয়ে আসছেন জগন্নাথ, বলরামরা। সঙ্গে হাত না থাকা সুভদ্রা।

কিন্তু কেন এমন হল? এই প্রশ্নের উত্তরে নাউপালা ভট্টাচার্য পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সুপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, তিন শতাধিক বৎসর আগে তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য -যিনি বিদ্যাবাগীশ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন তিনি বর্ধমানের মহারাজ জনৈক ঘনশ্যামের গুরুদেব ছিলেন। বয়সের

ভারে ভারাক্রান্ত গুরুদেব একবার ঘনশ্যামবাবুর কাছে পুরী যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু অশীতিপর গুরুদেবকে প্রণাম করে তৎকালীন রাজা ঘনশ্যামবাবু পুরী না-গিয়ে বাড়ির কাছেই জগন্নাথের মন্দির তৈরির কথা বলেন। সেই কথায় অযোদ্ধানাথ রাজি হলেন। এরপর তৈরি হল মন্দির। বিগ্রহ তৈরির সময়ে অযোদ্ধাবাবু স্বপ্নে দেখেন চার হাত সম্বলিত জগন্নাথ ও দুই হাত সম্বলিত বলরামের মূর্তি। বিষয়টি পুরী থেকে আগত শিল্পী জানা মাত্রই কথামতো তৈরি হল বিগ্রহ। তবে সুভদ্রার হাত এখানে নেই। তারপর থেকেই শুরু হল মন্দিরে জগন্নাথ পূজা। যার চার হাত রয়েছে। তবে এখানে ভোগ-সহ বাকি অনুসঙ্গ পুরীর মতোই।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৫.০৭.২০২৫ তারিখে আইএনআর ২,৬৯,৫৮,৪৪১ টাকা (দুই কোটি উনসত্তর লাখ আটান্ন হাজার চারশ একচল্লিশ টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত আইএনআর ২,৩৩,৫২,৩৫৭ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ-এর কাছ থেকে যেমন **(১) মেসার্স এন ডি মার্বেল (২) শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস (৩) আদিত্য দাস (৪) তনুশ্রী দাস (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতাগণ" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

১. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৩ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট , অংশ আরএস দাগ নং ৯৫০ এবং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮, জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৮ এইচ, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২৯ , কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

২. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১১২ বর্গফুট এবং খ) জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট অবস্থিত অংশ এলআর দাগ নং ৮৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা এবং থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৮ এবং ১৯৩এ/২, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

৩. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক ১১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ অংশ দাগ নং ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৮৬৯ (অংশ) এবং ৯৯৭ খতিয়ান নং ৩৯৮ এবং ৩৯৭, জেএল নং ২ বৌজা বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১ , কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিবরণ	তপশিল-১ অনুযায়ী	
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে	
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৫.০৫.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে।	
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর, সম্পত্তি নং ১- ১,১৬,৫৭,৬৮২ টাকা (এক কোটি ষোলো লাখ সাতান্ন হাজার ছশো বিরাশি টাকা) *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হবে না।	সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর সম্পত্তি নং ২- ১,০২,৯৫,১৪১ টাকা (এক কোটি দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার একশ একচল্লিশ টাকা) *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হবে না।	সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর। সম্পত্তি নং ৩- ৬১,৭৯,৯৭৬ টাকা (একষট্টি লাখ উনআশি হাজার নশো ছিয়াত্তর টাকা) *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর -১১,৬৫,৭৬৮ টাকা (এগার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ আটষট্টি টাকা) টাকা	বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর -১০,২৯,৫১৪ টাকা (দশ লাখ উনত্রিশ হাজার পাঁচশ চোদ্দ টাকা) টাকা	বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর -৬,১৭,৯৯৮ টাকা (ছয় লাখ সতের হাজার নশো আটানব্বই টাকা) টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।		
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬		

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ এবং www.axisfinance.in

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
স্থান : দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রামঃ-মাখাল্ডী, পোস্ট- ইটাচুনা ,জেলা- হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা : 48HG তারিখ-04.09.1976

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গন কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি ২৭/০৭/২০২৫ (রবিবার) সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে **পরিচালক মণ্ডলীর বারো (১২) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১(এক) টি আসন তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)**নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

১. আলোচ্যসূচি :পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ০৪/০৭/২০২৫
স্থান : মাখাল্ডী

স্বা/- সন্দীপ নিয়োগী
সমবায় পরিদর্শক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. নির্বাচন ক্ষেত্র, পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর ১২টি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	(ইতিপূর্বে প্রকাশিত) ১৩/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান		এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
২	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৪/০৭/২০২৫ ১৫/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৭/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১৭/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৮/০৭/২০২৫ বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৮/০৭/২০২৫ বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	১৮/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২৭/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮	ভোট গণনা	২৭/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	২৭/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নির্দশ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮.ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেসান ২০১২ এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটপত্রে প্রার্থীর নাম বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে এবং নাম ইংরাজি বর্ণমালার বর্ণক্রমে(এ থেকে জেড) সাজান থাকবে।
৯. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৪/০৭/২০২৫
স্থান: মাখাল্ডী

স্বা/- শ্রী সমীর মুখার্জী
এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
রিকন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ইন লিকুইডেশন
CIN : U45201WB1988PTC045417
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ২২৭, কমলালয় সেন্টার, ১৫৬এ লেনিন সরণী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৩
কোম্পানিটি ১৭/১২/২০২৪ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশ অনুসারে আই.এ.(আইবিসি) (এলআইকিউ.)/ ৩০ (কেবি) ২০২৪ এবং সি.পি. (আইবি)/২০১(কেবি) ২০২১ অনুসারে লিকুইডেশন অধীনে রয়েছে।

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ **"চালু সংস্থা (এসসিসি কর্তৃক নির্দেশিত)" "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** রেগুলেশন ৩২(ই) অনুসারে বিক্রি করা হবে এবং মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৭.১২.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে **মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা** কর্তৃক আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রক্রিয়া রেগুলেশন ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(এ) এর অধীনে জমি, উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি স্বতন্ত্র ভিত্তিতে (ভূমি, উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত) আদেশ নং **IA(IBC)(LIQ.)/30 (KB)2024** সংযুক্ত **C.P (IB) 201/KB/2021** অনুযায়ী। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com** এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	ব্লক-এ	ব্লক - বি, সি এবং ডি
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ :	৫ জুলাই ২০২৫	৫ জুলাই ২০২৫
২.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ:	৬ জুলাই ২০২৫ বিকাল ৪ টা থেকে ২৫ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে আগাম অনুমতি সাপেক্ষে	৬ জুলাই ২০২৫ বিকাল ৪ টা থেকে ২৫ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে আগাম অনুমতি সাপেক্ষে
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ আবশ্যক নথি, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা সহ সম্পর্কিত নথি দাখিল করবেন এবং বায়না জমা (ইএমডি) ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দেবেন	৭ জুলাই ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৬ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত	৭ জুলাই ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৬ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রদত্ত ই-নিলাম ওয়েব পোর্টাল https://baanknet.com মাধ্যমে ২৯ জুলাই ২০২৫ (মঙ্গলবার) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রদত্ত ই-নিলাম ওয়েব পোর্টাল https://baanknet.com মাধ্যমে ৩০ জুলাই ২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল :	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা ৭০০০১৩ cirp.reacon@gmail.com	

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহের বিক্রি নিম্নোক্ত মতে :

পরিমাণ (টাকা)

লট নং	সম্পদের বিবরণ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
	২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রক্রিয়া রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে কর্পোরেট ডেটরের চালু সংস্থা (দায়মুক্ত) সম্পদসমূহের বিক্রয় সম্পাদিত হবে।				
ব্লক এ	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি চালু সংস্থা হিসেবে (এসসিসি কর্তৃক পরামর্শক্রমে), 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে সম্পাদিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সিডি ইপিসি ঠিকাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সম্পদ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত - ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীন জমি পরিমাণ আনুমানিক ৫ একর জমি (কমবেশি) প্লট নং ৩ (অংশ), খতিয়ান নং ২৭, জেএল নং ৪৮, মৌজা : হেতোডোবা, থানা : ফরিদপুর, পো অফিস : দুর্গাপুর ৪, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস -দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.৮৩ হেক্টর জমি (কমবেশি) অবস্থিত সার্ভে নং ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ এবং ৩৯, গ্রাম - দুন্দাস পয়েন্ট, ফেরারগঞ্জ তহশিল, জেলা : দক্ষিণ আন্দামান অধীন। ৩. প্ল্যান্ট মেশিনারি -দিল্লিতে অবস্থিত : ইএসআইসি হসপিটাল, মা আনন্দময়ী মার্গ, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নিউ দিল্লি : ১১০০২০। কলকাতা অফিশ : ১২৪ বি, লেনিন সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৩। ৪. জামিন এবং আর্থিক সম্পদ (এমইএস এবং টেন্ডার নথি তে উল্লিখিত অনুযায়ী অন্যান্য বিস্তারিত থেকে বিবাদ সে বিশ্বাস এবং নগদ এবং নগদ সমপরিমাণ ব্যতীত)	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ https://baanknet.com অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২৯ জুলাই ২০২৫ (মঙ্গলবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।	৫৬৯ লাখ	৫৬.৯ লাখ	১০ লাখ
	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সহ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে। (ব্লক এ এর নিলাম ব্যর্থ হলেই কেবল ব্লক বি, সি এবং ডি এর নিলাম শুরু হবে) (ব্লক এ এর নিলাম সফল হলে ব্লক বি, সি এবং ডি এর নিলাম বাতিল হবে)				
ব্লক - বি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীন জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৫ একরজমি (কমবেশি) প্লট নং ৩ (অংশ), খতিয়ান নং ২৭, জেএল নং ৪৮, মৌজা : হেটেডোবা,থানা : ফরিদপুর, পো অফিস : দুর্গাপুর ৪, জেলা : সাব রেজিস্ট্রি অফিস-দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ https://baanknet.com অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।	৩৯৬ লাখ	৩৯.৬০ লাখ	৫.০০ লাখ
ব্লক - সি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.৮৩ হেক্টর জমি (কমবেশি) অবস্থিত সার্ভে নং ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ এবং ৩৯, গ্রাম : দুন্দাস পয়েন্ট, ফেরার গঞ্জ তহশিল , জেলা দক্ষিণ আন্দামান।		১৬৫.৮ লাখ	১৬.৫৮ লাখ	৫ লাখ
ব্লক - ডি	প্ল্যান্ট মেশিনারি দিল্লিস্থিত :- ইএসআইসি হসপিটাল, মাআনন্দ ময়ী মার্গ, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১,নিউ দিল্লি- ১১০০২০। কলকাতা অফিস : ১২৪ বি,লেনিন সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৩।		৭.২ লাখ	০.৭২ লাখ	০.১০ লাখ

নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোচ্চ তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. নিলামে তোলা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাকে সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে আইনগত দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বকেয়া ইত্যাদি।
৩. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং আইনি প্রভাব, যদি থাকে, তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
৪. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটরের কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। যোগ্য দরদাতারা https://baanknet.com পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-নিলাম কঠোরভাবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** এবং **"রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী https://baanknet.com এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. cirp.reacon@gmail.com তে লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ৬ জুলাই ২০২৫ থেকে ২৫ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সম্পদ/সাইট পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা প্রযোজ্য পরিমাণে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জমা করা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প এবং বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য অন্য কোনও চার্জ বাদ দেওয়া হয়েছে।
১০. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
১১. সম্ভাব্য দরদাতাদের শুধুমাত্র ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
১২. যদি সর্বোচ্চ দরদাতা উপরে উল্লেখিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. "ব্লক বি, ব্লক সি, ব্লক ডি" এর অধীনে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত এবং সক্রিয় করা হবে যদি "ব্লক-এ" এর অধীনে ই-নিলাম ব্যর্থ হয়।
১৪. ব্লক বি, ব্লক সি এবং ব্লক ডি এর নিলাম স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে একটি সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।
১৫. আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুসারে চলমান বিক্রয়, এমইএস এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে নগদ এবং নগদ সমতুল্য এবং বিবাদ সে বিশ্বাস নিষ্পত্তির পরিমাণ বাদে বিস্তারিত টেন্ডার নথিতে পাওয়া যাবে।
১৬. কোনও স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে, www.ibbi.gov.in-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং নির্দেশিকা নথিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও, আপনি ফোন নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০ অথবা ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১৭. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
১৮. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করুন **শ্রী ঋষি মুরারকা** ইমেল cirp.reacon@gmail.com।

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
লিকুইডেটর
মেসার্স রিকন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
(লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
ই-মেইল আইডি : cirp.reacon@gmail.com
ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা-৭০০০১৩

তারিখ : ০৫.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৭.০৫.২০২৫ তারিখে, ৩১,৭২,৯৯২ টাকা (একত্রিশ লাখ বাহাত্তর হাজার নশো বিরানব্বই টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী জামিনদত্ত ঋণ সুবিধার শর্তাদি সহ ২০,২০,৬২২ টাকা (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার ছশো বাইশ টাকা) ০৫.০১.২০২৫ অনুযায়ী অজামিনদত্ত ঋণ সুবিধাদির শর্তাদি সহ** [দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **৪৪,৩১,৩৮৭ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছবি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ১) এবং (২) ঋশিতা নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সভা অধীন পরিমাণ ৬৮০ বর্গফুট।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫মতল ভবনের মালিকানাধীন)।
পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬ (একতলা ভবন)।
উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক।
দক্ষিণে : দোতলা ভবন।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৫.০৭.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২২.০৭.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩৫,১০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লাখ দশ হাজার টাকা) টাকা। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা : (আরপি-র ১০ শতাংশ) ৩,৫১,০০০ (তিন লাখ একান্ন হাজার টাকা) টাকা।	
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ এবং www.axisfinance.in।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ) আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, পব

Ref. No.: BR/KIE/13(2)/2022-26 তারিখ - ০৩.০৬.২০২৫

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

প্রতি
১. **মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা)**, ৯৭/৯৮/১০২, বাগ স্টেশন রোড, বাগমোড়, পো : কাঁচরাপাড়া, থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১৪৫।
২. **শ্রী পঙ্কজ ঘোষ (অংশীদার তথা জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা)**, ৯৭/৯৮/১০২, বাগ স্টেশন রোড, বাগমোড়, পো : কাঁচরাপাড়া, থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১৪৫।
৩. **শ্রী রাজু ঘোষ (বন্ধকদাতা ততা জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত প্রাণতোষ ঘোষ, ৯৬ রাগ স্টেশন রোড, বাগমোড়, পো : কাঁচরাপাড়া, থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১৪৫।
৪. **শ্রী সাধন চন্দ্র ঘোষ (বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা)**, ২৪, দীনাবসু লেন, পো : কাঁচরাপাড়া, থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩১৪৫।

মহাশয় / প্রিয় মহাশয়,
বিষয় : পরিচালক আপনার অ্যাকাউন্ট মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা) ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাংক) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল শাখা - রেজি.

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি অংশীদারিত্বমূলক সংস্থা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন এবং তৃতীয়জন বর্তমানে বা সর্বদা অংশীদার। দ্বিতীয়, তৃতীয়জন এবং চতুর্থজন হলেন আপনাদের প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন এবং চতুর্থজন হলেন বন্ধকদার যারা আপনাদের প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ প্রদান করেছেন আপনাদের প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের প্রথমজন দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল।

ফার্মের নাম	সুবিধারি প্রকৃতি	অ্যাকাউন্ট নং	সীমা
মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি	ক্যাশ ক্রেডিট	৫০০৯৭৯৪০০৪১	৭০.০০ লাখ

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন নিম্নোক্ত নথিগুলি দাখিল করেছেন প্রতিটি সুবিধার জন্য :

সুবিধারি প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
১. ক্যাশ ক্রেডিট	আবেদন, অনুমোদনের স্বীকৃতি, দাবির প্রতিশ্রুতিপত্র, বন্ধক চুক্তি, গ্যারান্টি চুক্তি, ঋণগ্রহীতা - বন্ধকদাতা কর্তৃক ঘোষণাপত্র, জমা নিশ্চিতকারী মালিকানা স্বত্ব দলিল।

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য আপনাদের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ২৭.০২.২০১২ তারিখের একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদন করে গ্যারান্টি প্রদান করেন। উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য বন্ধকদত্ত দায়বদ্ধ সম্পত্তি ঠিকানা ৯৬, স্টেশন রোড, বাগমোর, পোস্ট অফিস - কাঁচরাপাড়া, থানা - বিজপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) এবং স্থায়ী সম্পদ/স্টক/অস্থাবর সম্পত্তি ৯৭/৯৮/১০২, বাগ স্টেশন রোড, বাগমোর, পোস্ট অফিস - কাঁচরাপাড়া, থানা - বিজপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ১৪৫, যা আপনাদের ৫ এবং ৬ নং তালিকায় দেওয়া হয়েছে, বন্ধক/বন্ধকদাতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপ করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **২০.০২.২০১৬ (মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি) তারিখ** থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া নিম্নরূপ :

ফার্মের নাম	সুবিধারি প্রকৃতি	অ্যাকাউন্ট নং	বকেয়া ১৮.০৬.২০২৫ অনুযায়ী
মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি	ক্যাশ ক্রেডিট	৫০০৯৭৯৪০০৪১	৬,২৩,৬১৫.০০ টাকা

উপরোক্ত পরিমাণ ৬,২৩,৬১৫.০০ টাকা (ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শ পনেরো টাকা) ১৮.০৬.২০২৫ থেকে পরিশোধ, চার্জ এবং ব্যয়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সম্মত হারে আরও সুদ বহন করবে।

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী /দায়বদ্ধ করেছেন ব্যাংকের নিকট।

অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **১৮.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এ/সি মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি** বকেয়া পরিমাণ **৬,২৩,৬১৫.০০ টাকা (ছয় লাখ তেইশ হাজার ছশো পনের টাকা) সুদ সহ** ১৮.০৬.২০২৫ থেকে দাবি নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের সাহায্যে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

অনুগ্রহ করে নোট করুন যে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করতে পারবেন না।

উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে জানানো হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তপশিল
নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত

বন্ধকদত্ত সম্পদ

সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **জমি এবং ভবন শ্রী পঙ্কজ ঘোষ এবং শ্রী রাজু ঘোষ এর নামে** দলিল নং ০৬১০৭ -২০১১ সালের অবস্থিত হোল্ডিং নং ৯৬, মৌজা -গ্রাম হালিশহর, খতিয়ান নং ১৫০১,দাগ নং ৩০০৮, এরিয়া ৪ কাঠা বা ২৮৮০ বর্গফুট । **চৌহদ্দি** উত্তরে : কে জি আর পথ, দক্ষিণে : ডানলপ পাড়া, পূর্বে : রাম বালক সিং এর ভবন, পশ্চিমে : হরি বোসের ভবন।

সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **জমি এবং ভবন শ্রী পঙ্কজ ঘোষ এবং শ্রী রাজু ঘোষ এবং সাধন চন্দ্র ঘোষের নামে** দলিল নং ১৫৬৭-১৯৮৩ সালের অবস্থিত মৌজা : ২, বাহিরবাগ, জেএল নং ২, কাঁচরাপাড়া পুরসভা অধীন, খতিয়ান নং ৪৪, দাগ নং ১৫৯/১৭৫ , এরিয়া ০.০১৪৫ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শম্ভুনাথ ঘোষ এবং অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পথ, পূর্বে : বিক্রেতার জমি, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ : ০৩.০৬.২০২৫,
স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., ১, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা (সম্পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি)	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ এর তারিখ (যে তারিখ থেকে প্রযোজ্য)	বকেয়া পরিমান (দাবিকৃত) টাকায়	লোন মঞ্জুর
১. **শ্রী অনাদি সেটুয়া,** পিতা- শ্রী হরিসাধন সেটুয়া, গ্রাম- সুরনঙ্কর দক্ষিণ পাড়া, ডাকঘর- পাঁসকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১১৫২। ২. **শ্রী অনন্ত সেটুয়া,** পিতা- শ্রী হরিসাধন সেটুয়া, গ্রাম- বিনপুর, ডাকঘর- আশাকণ্ঠি, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৫১৫। ৩. **শ্রী রাইচরণ সেটুয়া,** পিতা- শ্রী যোগেন্দ্র সেটুয়া, গ্রাম- বিনপুর, ডাকঘর- আশাকণ্ঠি, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৫১৫। **এছাড়াও সকলের ঠিকানা:-** এল.আর. প্লট নং- ১৪৩১/১৬৯৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৬৮, জে.এল. নং- ৭৫, গ্রাম ও মৌজা- সুরনঙ্কর, ডাকঘর- পাঁসকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১১৫২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ৪.৬২ ডেসিমেল কমবেশি, বাস্তু এলআর প্লট নং ১৪৩১/১৬৯৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৮, জেএল নং ৭৫, গ্রাম এবং মৌজা : সুরনানকার, পো : পাঁশকুড়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১১৫২, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৪৩৪ দাগ, দক্ষিণে : ১৪৩১ দাগ, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : সবিতা ঘোড়াইয়ের জমি।	**ক) ৩০.০৬.২০২৫** **খ) ০৯.০৩.২০২৪**	**৭,৯৯,১৮৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০১৮১১৫৫৫৩ -এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। **৪৯,৪৯৮/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০১৮১১৫৫২৪-এর অধীনে, ২১.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৮,০০,০০০/- টাকা** (আট লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী গদাধর রায়,** পিতা- মৃত সনাতন রায়, গ্রাম ও ডাকঘর- মন্তেশ্বর, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১৪৫। ২. **শ্রীমতি কুমকুম রায়,** স্বামী- শ্রী গদাধর রায়, গ্রাম ও ডাকঘর- মন্তেশ্বর, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১৪৫। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ৩১৩১, এল.আর খতিয়ান নং- ৪৭৩৮, জে.এল. নং- ৪১, মৌজা- মন্তেশ্বর, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১৪৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৭.২৮ ডেসিমেল (কমবেশি) শ্রেণি বাস্তু জমি এলআর প্লট নং ৩১৩১, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৩৮, জেএল নং ৪১, মৌজা : মন্তেশ্বর, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১৪৫ , সুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনার সংযুক্ত বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	**ক) ৩০.০৬.২০২৫** **খ) ০২.০৫.২০২৫**	**২৪,৬৮,৩৩৭.৩৬/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৪০০২১৫৩৭ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৫০,৫০৯.৩২/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৪০০২১৫৪০-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২২,০০,০০০/- টাকা** (বাইশ লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রীমতি দোপাটি দাস,** স্বামী- শ্রী সুখেন দাস। ২. **শ্রী সুখেন দাস,** পিতা- শ্রী জলধর দাস। ৩. **শ্রী জলধর দাস,** পিতা- শ্রী লক্ষণ দাস। **সকলের ঠিকানা:-** গ্রাম- ডাঙ্গলপাড়া, ডাকঘর- পুরন্দরপুর, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১১২৯। **এছাড়াও ঠিকানা-** প্লট নং- ১৩৫১, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৫৮৯, জে.এল. নং- ৬১, মৌজা- কন্দাইপুর, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১১২৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৪ ডেসিমেল , প্লট নং ১৩৫১, এলআর খতিয়ান নং ১৫৮৯, জেএল নং ৬১, মৌজা : কোঁদাইপুর, থানা: সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১১২৯, তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনার সংযুক্ত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নবকুমার দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : বোধন দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : চন্দ্রনাথ দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক।	**ক) ২৭.০৬.২০২৫** **খ) ০২.০৫.২০২৫**	**১০,৮৭,০৬৬.৫৬/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০১৬৮৭০৫৫২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৩৯,৪৫৩.৬৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০১৬৮৭০৫৬৫ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৯,৬০,০০০/- টাকা** (নয় লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী অমরেন্দ্র নাথ** ঘোষ, পিতা- শ্রী পঞ্চানন ঘোষ। ২. **শ্রী শুভদীপ ঘোষ,** পিতা- শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। ৩. **শ্রীমতি তৃষা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী সৌরভ ঘোষ। ৪. **শ্রীমতি হরিপ্রিয়া ঘোষ,** স্বামী- শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। ৫. **শ্রী সৌরভ ঘোষ,** পিতা- শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। **সকলের ঠিকানা:-** হরিনখোলা, শ্যামগ্রাম, হুগলী- ৭১২৪১৫।	**সম্পত্তি নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩৯ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : শ্যামগ্রাম, জেএল নং ১৩৫, খতিয়ান নং ৮৬২, ৮৬৩, ১০২৮, ১০৪০, প্লট নং ৬০৪, ১ নং হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা : আরামবাগ, তদস্থিত বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১২.৪৭৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা শ্যামগ্রাম, জেএল নং ১৩৫, খতিয়ান নং ৮৬৩, প্লট নং ৫৮৩, ৫৮৪, ১ নং হরিখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : আরামবাগ, তদস্থিত বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ।	**ক) ২৭.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৬.২০২৫**	**৭,০২,৪৮,৫২৩.৬৯/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৯০১৪২৩৮৯-এর অধীনে, ২৭.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০৫.০৬.২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২৯,৯৫৭.৩১/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৯০১৪২৩৯২ -এর অধীনে, ২৭.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৭,০০,৩০,০০০/- টাকা** (সাত কোটি তিরিশ হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট এবং উৎপাদন ঋণ সুবিধা।
১. **জনাব বাগবুল কালাম মুন্সি,** পিতা- মৃত সুলতান মুন্সি, ঠিকানা- নাট্যভারতি, ডাকঘর- আমতা, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪৪৫। ২. **শ্রীমতি আজমিরা খাতুন বিবি,** পিতা- মৃত রব্বান মণ্ডল, ঠিকানা- নাট্যভারতি, ডাকঘর- আমতা, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪৪৫। **উভয়ের ঠিকানা:-** প্লট নং- ১৭৬/৩০১, এল.আর খতিয়ান নং- ৮৯৩, জে.এল. নং- ৮৫, মৌজা- রামেশ্বরপুর, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪৪৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫.৫১ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) এবং ৬ ডেসিমেল (নথি অনুযায়ী) শ্রেণি বাস্তু জমি প্লট নং ১৭৬/৩০১, এলআর খতিয়ান নং ৮৯৩, জেএল নং ৮৫, তৌজি নং ২৩, মৌজা : রামেশ্বরপুর, গোপালপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা: হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৪৪৫, তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে ভবিষ্যতের এবং বর্তমানের। চৌহদ্দি **:** উত্তরে : অন্যান্যর জমি; দক্ষিণে : আবদুর রহমান শাহেদের পুকুর; পূর্বে : ১২ ফুট সড়ক; পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	**ক) ২৫.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**২৭,৮৭,৮৩১.৬৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০১৪৬৩৯৪১৯-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২৮,৬৭৬.৮০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০১৪৬৩৯৪২২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২৫,৩০,০০০/- টাকা** (পঁচিশ লক্ষ তিরিশ হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী দেবব্রত চ্যাটার্জি,** পিতা- শ্রী কৃষ্ণদাস চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর পাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৬, ডাকঘর ও থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৪০৯। ২. **শ্রীমতি সোমা চ্যাটার্জি,** স্বামী- শ্রী দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর পাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৬, ডাকঘর ও থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৪০৯। **উভয়ের ঠিকানা:-** প্লট নং- ৩৭২৩, এল.আর খতিয়ান নং- ১৯৮১০, আর.এস. নং- ৯৬৫, ওয়ার্ড নং- ১৬, হোল্ডিং নং- ১৭৮/১, জে.এল. নং- ১৬৪, মৌজা- কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২.৮৫ ডেসিমেল শ্রেণি বাস্তু, কমবেশি ৩০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জমি প্লট নং ৩৭২৩, এলআর খতিয়ান নং ১৯৮১০,আরএস নং ৯৬৫, ওয়ার্ড নং ১৬, হোল্ডিং নং ১৭৮/১, জেএল নং ১৬৪, মৌজা : কালনা, পো এবং থানা: কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৪০৯, তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সংযুক্ত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: কালনা পুরসভার ঢালাই রোড; দক্ষিণে: মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি; পূর্বে : কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি; পশ্চিমে : নেপাল দাস চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি।	**ক) ২৬.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**১৩,১৩,৩২৪.০০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৪৪৬৮৫১৬৮-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৫৫,৩৯২.৯২/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৪৪৬৮৫১৭১ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১২,০০,০০০/- টাকা** (বারো লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **জনাব মোঃ আরিজুল ইসলাম,** পিতা- জনাব হাবিবর রহমান মণ্ডল, ঠিকানা- চক আমতোনা কাচুয়া, ডাকঘর- গৌরিভাজ, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪৪৫। ২. **জনাব হাবিবর রহমান মণ্ডল,** পিতা- জনাব জামাত আলি মণ্ডল, ঠিকানা একই। **উভয়ের ঠিকানা:-** প্লট নং- ৬৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৬৯, জে.এল. নং- ১১, মৌজা- চক আমতোনা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪৪৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৩.৫ ডেসিমেল শ্রেণি বাস্তু কমবেশি ১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্লট নং ৬৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৬৯, জেএল নং ১১, মৌজা : চক আমটোনা, থানা : বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৪৪৫, তদস্থিত একতলা ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যাট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য সংযুক্ত। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: ৯ ফুট চওড়া ইটের সড়ক; দক্ষিণে : আবদুল শাহিদ মন্ডলের সম্পত্তি; পূর্বে : ডোবা ; পশ্চিমে : হাবিবর রহমান এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	**ক) ২৫.০৬.২০২৫** **খ) ১৩.০৫.২০২৫**	**২৪,৫৭৯.৯৩/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৮৫৪০৩০৫৪ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৪,৭৬,৭২৬.২৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৮৫৪০৩০৬৭ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৭,০০,০০০/- টাকা** (সাত লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
শ্রী অনুপ কুমার পাল, পিতা- শ্রী হরাধন পাল, গ্রাম ও ডাকঘর- মহাতা, থানা- ভাতার, গুসকরা, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম ও ডাকঘর- মহাতা, থানা- ভাতার, জে.এল. নং- ০৩৩, প্লট নং- ৫৪০, খতিয়ান নং- ২১৭৬, গুসকরা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১২৮।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৪ ডেসিমেল কমবেশি এলআর প্লট নং ৫৪০, এলআর খতিয়ান নং ২১৪৬, জেএল নং ৩৩, মৌজা : মাহাতা, থানা : ভাতার, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪৩৩৭৩, তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত।	**ক) ২৩.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**১৩,২১,৫৫১.১০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৪৬৫৩৬৬৫২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **১,৭২,৪৫২.৪৮/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৪৬৫৩৬৬৬৫ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১১,৬০,০০০/- টাকা** (এগারো লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী অসীম কুমার গড়াই,** পিতা- শ্রী আদিত্য কুমার গড়াই। ২. **শ্রীমতি মায়ারাণী গড়াই,** স্বামী- শ্রী আদিত্য কুমার গড়াই। **দুইজনের ঠিকানা:-** গ্রাম ও ডাকঘর- গুসকরা চটালগ্রাম, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ০২.৭৫ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু, এলআর প্লট নং ৩৭৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫১৮, জেএল নং ১১০, মৌজা : গুসকরা, থানা : আউসগ্রাম, জেলা: পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১২৮, তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিডব্লুডি রোড; দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	**ক) ২৩.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**২০,২৪,৯৫৮.৩৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০৫৪৭২০৬৯৮ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৮৪,৭৮৪.০০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০৫৪৭২০৭০৮ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২০,০০,০০০/- টাকা** (বিশ লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী শেখ সামিউল হক,** পিতা- শেখ সিরাজ। ২. **শ্রী শেখ সিরাজ,** পিতা- শেখ সাদেক। **দুইজনের ঠিকানা:-** দুলালপুর, পোস্ট- হামিরপুর, পত্রাসায়র, বাঁকুড়া - ৭২২২০৬।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : দুলালপুর, জেএল নং ১২, খতিয়ান নং ৬০৭, প্লট নং ২৮০, থানা : পাত্রসায়ের, জেলা : বাঁকুড়া, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : দুলালপুর, জেএল নং ১২, খতিয়ান নং ৮৬১, প্লট নং ২৭০, থানা : পাত্রসায়ের, জেলা : বাঁকুড়া, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	**ক) ১০.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**৩৫,৮৪,৬০৫.৩২/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৬৫০৯৪৯৮৫ -এর অধীনে, ০৪.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২৯,৯৮৭.১০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৬৫০৯৪৯৯৮ -এর অধীনে, ০৪.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৩৩,৩০,০০০/- টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট এবং চলতি মূলধন ঋণ সুবিধা।
১. **মোঃ সাইদুল ইসলাম,** পিতা- সাদেক আলি, ঠিকানা- নশিপুর, পূর্ব নশিপুর, ভাগবঙ্গোলা, থানা- রানিতলা, ডাকঘর- নশিপুর বলাগাছি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ৩৬৮৫ ও ৩৬৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯৩৬৪, জে.এল. নং- ৬৬, গ্রাম ও ডাকঘর- নশিপুর, মৌজা- নশিপুর, থানা- রানিতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। ২. **শ্রী সাদেক আলি,** পিতা- শ্রী অস্তর আলি,ঠিকানা- নশিপুর, পূর্ব নশিপুর, ভাগবঙ্গোলা, থানা- রানিতলা, ডাকঘর- নশিপুর বলাগাছি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ৩৬৮৫ ও ৩৬৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯৩৬৪, জে.এল. নং- ৬৬, গ্রাম ও ডাকঘর- নশিপুর, মৌজা- নশিপুর, থানা- রানিতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। ৩. **শ্রীমতি রুনা বিবি,** স্বামী- মোঃ সাইদুল ইসলাম, ঠিকানা নশিপুর, পূর্ব নশিপুর, ভাগবঙ্গোলা, থানা- রানিতলা, ডাকঘর- নশিপুর বলাগাছি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ৩৬৮৫ ও ৩৬৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯৩৬৪, জে.এল. নং- ৬৬, গ্রাম ও ডাকঘর- নশিপুর, মৌজা- নশিপুর, থানা- রানিতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫.৩৬ ডেসিমেল কমবেশি জমির শ্রেণি বাড়ি, প্লট নং ৩৬৮৫ এবং ৩৬৮৬, এলআর খতিয়ান নং ১৯৩৬৪, জেএল নং ৬৬, গ্রাম -নসিপুর পূর্ব, মৌজা : নসিপুর, থানা : রানিতলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৩৫, তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন এবং নির্মাণ/নির্মীয়মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভতিষ্যতের সংযুক্ত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : মৈদুল ইসলামের ভবন; পূর্বে : খালি জমি ; পশ্চিমে : মাদ্রাসা।	**ক) ০২.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**১,২৬,২৮৮.০৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৫০৩০০৫৩৮৭৫০৮০-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৪,১৯,৮৭৮.০১/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৫০৩০০৫৩৮৭৫১০৩ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৩,৭০,০০০/- টাকা** (তিন লক্ষ সত্তর হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী উজ্জ্বল দে,** পিতা- শ্রী অশোক কুমার দে, মৌজা- ভিকনি নিশ্চিন্তপুর, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৬৬। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ২৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬, জে.এল. নং- ১৪৮, মৌজা- ভিকনি নিষ্চিন্তপুর, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৬৬। ২. **শ্রী অশোক কুমার দে,** পিতা- শ্রী দুখাহরণ দে, মৌজা- ভিকনি নিষ্চিন্তপুর, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৬৬। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ২৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬, জে.এল. নং- ১৪৮, মৌজা- ভিকনি নিষ্চিন্তপুর, থানা- সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৬৬।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ৪৭.২৫ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু, প্লট নং ২৫৬, এলআর খতিয়ান নং ২৬, জেএল নং ১৪৮, মৌজা : ভিকানী নিশ্চিন্তপুর, থানা : সবং, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১১৬৬, তদস্থিত দোতলা ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সজ্জন আগরওয়াল; দক্ষিণে : পিচ রোড; পূর্বে : তারক দাস; পশ্চিমে : চন্দন পারিয়া।	**ক) ০২.০৬.২০২৫** **খ) ৩১.১০.২০২৪**	**১৬,৭০৪.২৭/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৩৫৪৬২১১৩ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **১৩,২৩,৭২৫.৭০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৩৫৪৬২১৩৯ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১১,৬৫,০০০/- টাকা** (এগারো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **জনাব সুকুর আলি সরদার,** পিতা- জনাব এবাদুল্লা সরদার, গ্রাম- নলকোরা, ডাকঘর- কার-নলকোরা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪১২। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ১৭৪৮ ও ১৭৫২, খতিয়ান নং- ৩১৩২, জে.এল. নং- ১২৩, গ্রাম- নলকোরা, ডাকঘর- কার-নলকোরা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪১২। ২. **শ্রী মুচা করিম সরদার,** পিতা- শ্রী এবাদুল্লা সরদার, গ্রাম- নলকোরা, ডাকঘর- কার-নলকোরা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪১২। **এছাড়াও ঠিকানা:-** প্লট নং- ১৭৪৮ ও ১৭৫২, খতিয়ান নং- ৩১৩২, জে.এল. নং- ১২৩, গ্রাম- নলকোরা, ডাকঘর- কার-নলকোরা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪১২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ৮ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু প্লট নং ১৭৪৮ এবং ১৭৫২, খতিয়ান নং ৩১৩২, জেএল নং ১২৩, গ্রাম এবং মৌজা : নালকোরা, থানা : বসিরহাট, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩৪১২,তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত।	**ক) ০২.০৬.২০২৫** **খ) ০২.০৫.২০২৫**	**৩৯,৫১৫.৯৯/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৫৬৪১৯১১২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৭,৭৫,১২৮.৩৮/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৫৬৪১৯১২৫ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৭,০০,০০০/- টাকা** (সাত লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **জনাব মেরাজ আহমেদ,** পিতা- মজরুল হক, বাসা- ৮/১, তপসিয়া রোড, তিলজলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭০০০৩৯। ২. **জনাব মুজতবা আহমেদ,** পিতা- জনাব মেরাজ আহমেদ, বাসা- ৫১বি, পাম অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ৪ ছটাক ১ বর্গফুট তদস্থিত তিনতলা ভবন অংশত পরিমাণ আনুমানিক ১৬৭০ বর্গফুট একতলায় এবং ১৩৭০ বর্গফুট ২য়তলে এবং ৫০০ বর্গফুট অংশত ৩য়তলে মোট ৩৫৪০ বর্গফুট থানা : কড়ায়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫১বি, পাম এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০১৯ , পুরসভা ওয়ার্ড নং ৬৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : ৫১/এ, পাম এভিনিউ; দক্ষিণে : ৫১/১ পাম এভিনিউ; পূর্বে : ৪৮সি, পাম এভিনিউ; পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি লেন।	**ক) ১৭.০৬.২০২৫** **খ) ১৩.০৬.২০২৫**	**২,১৭,৪১,৪৫৭/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং PHR০৩১৯০৯৮৭৪০০৬-এর অধীনে, ১৬.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ১৬.০৬.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	পাওয়ার হোম ভ্যানিলা বিআরই সুবিধা এবং **২,৩২,৬৪,৩৮১/- টাকা** (দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো একাশি মাত্র) অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
১. **জানব হাকিম উদ্দিন খান,** পিতা- মৃত নায়েব আলি খান। ২. **মিসেস মাফিদা খাতুন,** স্বামী- হাকিম উদ্দিন খান। **উভয়ের ঠিকানা:-** ভিটিসি কিসমত মইনবাড়ি, ডাকঘর- মায়ানবাড়ি, কালগাছিয়া, বরপেটা, আসাম - ৭৮১৩২১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৭.৫ লেসাস, কেপি পাট্টা নং ২২১(ও)/৪০৮(এন) অধীন, দাগ নং ১১২(ও)/৫০২(এন)- গ্রাম কিসমত মৈনবাড়ি, ঢাকালিয়াপাড়া, থানা : অভয়াপুরী, জেলা : বগাইগাঁও,তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত।	**ক) ০৪.০৬.২০২৫** **খ) ২৯.০৫.২০২৫**	**১,১৭,১০,৬৩৯.২২/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০০৯৯৭৭২০৫-এর অধীনে, ০৪.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২৯,৩৪৩.৪১/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০০৯৭৭৩৭৫৭ -এর অধীনে, ০৪.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১,১৬,৩০,০০০/- টাকা** (এক কোটি ষোল লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট এবং উৎপাদন ঋণ সুবিধা।
১. **শ্রী গৌতম কুমার মণ্ডল,** পিতা- গোলকচন্দ্র মণ্ডল, গ্রাম- যদুরহাটি, ডাকঘর- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৩। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম, ডাকঘর ও মৌজা- বাদুড়িয়া, জে.এল. নং- ৫৮, খতিয়ান নং- ২৮৬/১, প্লট নং- ১০০৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৩। ২. **শ্রী গোলকচন্দ্র মণ্ডল,** পিতা- গৌরদাস মণ্ডল, গ্রাম- যদুরহাটি, ডাকঘর- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৩। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম, ডাকঘর ও মৌজা- বাদুড়িয়া, জে.এল. নং- ৫৮, খতিয়ান নং- ২৮৬/১, প্লট নং- ১০০৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৩। ৩. **শ্রীমতি দীপ্তি মণ্ডল,** পিতা- স্বরপূর্ণা মণ্ডল, গ্রাম- যদুরহাটি, ডাকঘর- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৩। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম, ডাকঘর ও মৌজা- বাদুড়িয়া, জে.এল. নং- ৫৮, খতিয়ান নং- ২৮৬/১, প্লট নং- ১০০৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ১৫.৫ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু, প্লট নং ১০০৫, এলআর খতিয়ান নং ২৮৬/১, জেএল নং ০৫৮, গ্রাম এবং মৌজা : যদুরহাটি, থানা : বাদুড়িয়া, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩২৯৩, তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত।	**ক) ১৬.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**৭৩,৮২,৭৮৭.৭৪/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০১৬৭৬৬১৫২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৩৩,৯২৪.৬০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০১৬৭৬৬১৭৮ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৬৫,৭০,০০০/- টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী উজ্জ্বল নাথ,** পিতা- শ্রী ধর্মচন্দ্র নাথ, গ্রাম ও ডাকঘর- আলবাঁধা, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪। **এছাড়াও ঠিকানা-** ১০, কামার পাড়া লেন, বরানগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৩৬। **এছাড়াও ঠিকানা-** প্লট নং- ২২৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৮৮, জে.এল. নং- ২৩, মৌজা- আলবাঁধা, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪। ২. **শ্রী ধর্ম নাথ,** পিতা- মৃত বিজয় নাথ, গ্রাম- শ্রীরামপুর, ডাকঘর- খেয়ারপাড়া, থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০১। **এছাড়াও ঠিকানা:** প্লট নং- ২২৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৮৮, জে.এল. নং- ২৩, মৌজা- আলবাঁধা, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১১ ডেসিমেল জমি এবং শ্রেণি ডাঙ্গা, তার মধ্যে ৭ ডেসিমেল বাস্তু জমি অধীন প্লট নং ২২৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৮, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ৪৯, গ্রাম এবং মৌজা : আলবাঁধা, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৩১২০৪, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার , ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক ; দক্ষিণে : উজ্জ্বল নাথের সম্পত্তি; পূর্বে : উজ্জ্বল নাথের সম্পত্তি; পশ্চিমে : ক্যানাল।	**ক) ১৬.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**৫৪,৫৯,৭২৪.৯৭/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৪১২৮০৬১৩ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং ২৮,৭৮৭.১৭/- টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৪১২৮০৬৪২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৪৯,৬০,০০০/- টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **জনাব আব্দুল খালেক মণ্ডল,** পিতা- ইসমালি মণ্ডল, গ্রাম- বাউলিবাগ, থানাসহ শহর- মুর্শিদাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৯। **এছাড়াও ঠিকানা-** রবিবারহাট বিডিও অফিসের কাছে, বাউলিবাগ, মৌজা- হারামতিজিল, জে.এল. নং- ৪৬, প্লট নং- ২৪৪, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৯। ২. **মিসেস সামসুন্নেহার বিবি,** পিতা- শামসুল হুদা মণ্ডল, গ্রাম- বাউলিবাগ, থানাসহ শহর- মুর্শিদাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৯। **এছাড়াও ঠিকানা-** রবিবারহাট বিডিও অফিসের কাছে, বাউলিবাগ, মৌজা- হারামতিজিল, জে.এল. নং- ৪৬, প্লট নং- ২৪৪, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০.০৩৩ একর কমবেশি, শ্রেণি ভিটা জমি, আরএস প্লট নং ২০৪, এলআর প্লট নং ২৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৫০১ এবং ৫০২, জেএল নং ৪৬, মৌজা : হারামতিঝিল, থানা : মুর্শিদাবাদ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৯, তদস্থিত বসবাসের ভবন, সমুদয় ফিক্সচার, ফিটিংস স্থায়ীভাবে সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : দুয়াল শেখ এর সম্পত্তি; পূর্বে : আবদুল বারি এর সম্পত্তি ; পশ্চিমে : সড়ক।	**ক) ২০.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**২৬,৩০,৫১১.০০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩২২৬১৬৯০-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৫১,৩০০.৩৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩২২৬১৭১৩ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**২৩,০০,০০০/- টাকা** (তেইশ লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **জনাব গহর আলম,** পিতা- পাজিরউদ্দিন। ২. **জনাব সহিদ আলম,** পিতা- গহর আলম। **উভয়ের ঠিকানা:-** লরুখোয়া, কুচিলা, উত্তর দিনাজপুর - ৭৩৩২০৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কুচিলা, জেএল নং ১৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৭৯, এলআর প্লট নং ৪৯১৯, থানা : ইসলামপুর, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	**ক) ১৯.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**৪৩,৫৬,৬৩৮/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০৫৮০৬৬৪৫৫ -এর অধীনে, ১৭.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৩০,৮৪৯/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০৫৮০৬৬৪৬৮ -এর অধীনে, ১৭.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৪২,০০,০০০/- টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট এবং উৎপাদন ঋণ সুবিধা।
১. **শ্রী বিক্রম মহেন্দ্র মেহতা,** পিতা- মহেন্দ্র মেহতা। ২. **শ্রীমতি হিরাল বিক্রম মেহতা,** স্বামী- বিক্রম মেহতা। **উভয়ের ঠিকানা:-** ১৪৮/১৩, বসন্ত মেজর পরমেশ্বরন মার্গ, এসআইডাব্লিউএস কলেজের কাছে, ওয়াডালা (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৩১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৮০১, ৯মতল, পরিমাণ ৬০৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) তদস্থিত এক মেকানিক্যাল ঢাকা কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে, কুইব ভবনে, প্লট নং ১১ডি/৩১/১, স্ট্রিট নং ১১১১ (অধিকাংশ পিচ রাস্তা),নিউ টাউন, মৌজা : নোয়াপাড়া, জেএল নং ১১, থানা : নিউ টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৬।	**ক) ২০.০৬.২০২৫** **খ) ৩০.০১.২০২৫**	**১৯,৩০,২৪৪.৬২/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং PCR০০০৫০৩৩০১০৩১-এর অধীনে, ০৫.০৬.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০৫.০৬.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	অ্যাসেট পাওয়ার বিআরই সুবিধা এবং **২৪,৯৪,০০০/- টাকা** (চব্বিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার মাত্র) অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
১. **শ্রী আনন্দ মোহন সাহু,** পিতা- সুবল সাহু, গ্রাম ও ডাকঘর- চেমাগুড়ি, থানা- সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৩। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম ও ডাকঘর- চেমাগুড়ি, থানা- সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৩ খতিয়ান নং- ১৮৭২। ২. **শ্রী সুবল সাহু,** পিতা- উপেন্দ্র নাথ সাহু, গ্রাম ও পোস্ট- গোস্ঠপাড়া চেমাগুড়ি, থানা- সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৩। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম ও ডাকঘর- চেমাগুড়ি, থানা- সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৩ খতিয়ান নং- ১৮৭২। ৩. **শ্রী দুলাল সাহু,** পিতা- উপেন্দ্র নাথ সাহু, গ্রাম ও ডাকঘর- চেমাগুড়ি, থানা- সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৩। এছাড়াও ঠিকানা- গ্রাম ও ডাকঘর- চেমাগুড়ি, থানা- সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৩ খতিয়ান নং- ১৮৭২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু, প্লট নং ১৮১১, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭২, জেএল নং ২৪, মৌজা : মনসাদ্বীপ, থানা : সাগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৭৩, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্থায়ীভাবে।	**ক) ২৩.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**১৪,৫২,৬৪৩.৫০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৮৯০২০০৫৬-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২৯,০৫৩.৫০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৮৯০২০০৭২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৪,৫০,০০০/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী আনন্দ মিত্র,** পিতা- শ্রী সন্তোষ মিত্র, গ্রাম ও ডাকঘর- পলিগ্রাম, থানাসহ জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮। **এছাড়াও ঠিকানা-** মৌজা- পলিগ্রাম, এল.আর. প্লট নং- ৩৬৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬৬১/১। জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮। ২. **শ্রীমতি চৈতালি মিত্র,** পিতা- শ্রী গৌরচন্দ্র মিত্র গ্রাম ও ডাকঘর- পলিগ্রাম, থানাসহ জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮। **এছাড়াও ঠিকানা-** মৌজা- পলিগ্রাম, এল.আর. প্লট নং- ৩৬৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬৬১/১। জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৮ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু জমি এলআর প্লট নং ৩৬৬৭, এলআর খতিয়ান নং ২৬৬১/১, জেএল নং ২১, মৌজা : পালিগ্রাম, থানা : মঙ্গলকোট, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১২৮, তদস্থিত বসবাসর ভবন স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংযুক্ত।	**ক) ২০.০৬.২০২৫** **খ) ৩১.০৫.২০২৫**	**২০,৪৪,৮২২.৯০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৪১৮২৩৭২৫ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৪৭,৯১৪.৬৫/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৪১৮২৩৭৩৮ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৮,০০,০০০/- টাকা** (আঠারো লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট এবং উৎপাদন ঋণ সুবিধা।
১. **শ্রী চন্দন দাস,** পিতা- শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস, রামদাসপুর, ১ নং নিজ নারাজোল গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক- দাসপুর-১, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১। **এছাড়াও ঠিকানা-** প্লট নং- ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫২৯/৯০৯, এল.আর. খতিয়ান- ৪৬১, জে.এল. নং- ১৯, গ্রাম ও মৌজা- রামদাসপুর। থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১। ২. **শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস,** পিতা- শ্রী কালিপদ দাস, রামদাসপুর, ১ নং নিজ নারাজোল গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক- দাসপুর-১, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১। **এছাড়াও ঠিকানা-** প্লট নং- ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫২৯/৯০৯, এল.আর. খতিয়ান- ৪৬১, জে.এল. নং- ১৯, গ্রাম ও মৌজা- রামদাসপুর। থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১। ৩. **শ্রীমতি শান্তি দাস,** স্বামী- শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস, রামদাসপুর, ১ নং নিজ নারাজোল গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক- দাসপুর-১, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১। **এছাড়াও ঠিকানা-** প্লট নং- ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫২৯/৯০৯, এল.আর. খতিয়ান- ৪৬১, জে.এল. নং- ১৯, গ্রাম ও মৌজা- রামদাসপুর। থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ২.১৬৭ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু, প্লট নং ৫৩৩, ৫৩৪ বেং ৫২৯/৯০৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৬১, জেএল নং ১৯, গ্রাম এবং মৌজা : রামদাসপুর, থানা: দাসপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১২১১, তদস্থিত দোতলা ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **চৌহদ্দি:** উত্তরে : শক্তিপদ মাইতির সম্পত্তি; দক্ষিণে : পুকুর; পূর্বে : রবি দাসের সম্পত্তি; পশ্চিমে: ৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং ভারত চন্দ্র দাসের সম্পত্তি।	**ক) ০২.০৬.২০২৫** **খ) ৩১.১০.২০২৪**	**১,৪৪,৫৯১.০৭/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৫০৩০০৫০৫৬৮৭৩৬-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৬,৬৩,১৫৯.৭৪/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৫০৩০০৫০৫৬৮৭৪৯ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৫,৭৫,০০০/- টাকা** (পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **জনাব ফয়াজউদ্দিন গাজি এস,** পিতা- রাজ্জাক আলি মণ্ডল, ডাকঘর- খাস বালান্দা, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম-হালদা, ডাকঘর- খাস বালান্দা, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং- ৬৩, খতিয়ান নং- ৫২৫৬ ও ৫২৫৫, প্লট নং- ৫৪৪ পিন- ৭৪৩৪২৫। ২. **মিসেস আলিফ নাসরিন বিবি,** পিতা- মোহাম্মদ আলি বুদ্দিন মোল্লিক, ডাকঘর- খাস বালান্দা, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাম-হালদা,ডাকঘর- খাস বালান্দা, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং- ৬৩, খতিয়ান নং- ৫২৫৬ ও ৫২৫৫, প্লট নং- ৫৪৪ পিন- ৭৪৩৪২৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ৪ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু জমি প্লট নং ৫৪৪,এলআর খতিয়ান নং ৫২৫৫ এবং ৫২৫৬, জেএল নং ০৬৩, গ্রাম এবং মৌজা : খাসবালান্দা, থানা : হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৪২৫, তদস্থিত বসবাসের ভবন সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এসওবি প্লট নং বি/২ এবং প্লট নং ৫৪৪; দক্ষিণে : এসওবি প্লট বি/২ এবং প্লট নং ৫৪৩ এবং ৫৪৪; পূর্বে : এসওবি প্লট সি এবং প্লট নং ৫৪৪; পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**ক) ১৬.০৬.২০২৫** **খ) ০১.০৫.২০২৫**	**১৪,৩৪,৫৭৬.৩৯/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩৬০৪৯৮৮৩-এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **২৯,৪৫৫.৬১/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩৬০৪৯৮৯৬ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**১৪,০০,০০০/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী সমরজিৎ কোনার,** পিতা- স্বাধীন কোনার, শহর- চাঁদমারি লেন, বাদামতলা, ডাকঘর- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১। **এছাড়াও ঠিকানা-** ৭৩, নিহার কুঞ্জ চাঁদমারি লেন, বাদামতলা, ওয়ার্ড নং- ০৭, মৌজা- নাড়ি, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯২৬ ও ১৯২৭, প্লট নং- ৭২২ পিন- ৭১৩১০১। ২. **শ্রীমতি সম্পা কোনার,** পিতা- শ্রী সুনীল রায়, শহর- চাঁদমারি লেন, বাদামতলা, ডাকঘর- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১। **এছাড়াও ঠিকানা-** ৭৩, নিহার কুঞ্জ চাঁদমারি লেন, বাদামতলা, ওয়ার্ড নং- ০৭, মৌজা- নাড়ি, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯২৬ ও ১৯২৭, প্লট নং- ৭২২ পিন- ৭১৩১০১। ৩. **শ্রী স্বাধীন কোনার,** পিতা- শ্রী বীরেশ্বর কোনার, শহর- চাঁদমারি লেন, বাদামতলা, ডাকঘর- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১। **এছাড়াও ঠিকানা-** ৭৩, নিহার কুঞ্জ চাঁদমারি লেন, বাদামতলা, ওয়ার্ড নং- ০৭, মৌজা- নাড়ি, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯২৬ ও ১৯২৭, প্লট নং- ৭২২ পিন- ৭১৩১০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ৩.২ ডেসিমেল কমবেশি শ্রেণি বাস্তু এলআর খতিয়ান নং ১৯২৬ এবং ১৯২৭ আরএস খতিয়ান নং ১৫৬৭, জেএল নং ৭০, মৌজা : নারি, এলআর প্লট নং ৭২২, আরএস প্লট নং ৪০৩/৩৯২৫, থানা : বর্ধমান, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১০১ তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : চাঁদু চৌধুরীর ভবন; দক্ষিণে : নিকাশি এবং অন্য ভবন;; পূর্বে : পুকুর; পশ্চিমে : সড়ক।	**ক) ১৬.০৬.২০২৫** **খ) ০৫.০৪.২০২৫**	**৩২,৪৮,০৮৬.৬০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩৩১৫৭৪৩৩ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৯৩,৩২৬.৯০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩৩১৫৭৪৬২ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৩১,০০,০০০/- টাকা** (একত্রিশ লক্ষ মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।
১. **শ্রী উজ্জ্বল ঘোষাল,** পিতা- ঘোষাইন দাস ঘোষাল, শেরা পাড়া, সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১১০১। **এছাড়াও ঠিকানা-** মৌজা- চাঁদনি সাহাবগঞ্জ, জে.এল. নং- ০০৭, খতিয়ান নং- ৩০২৫, প্লট নং- ৬৮২। ২. **শ্রীমতি শ্যামলী রায় ঘোষাল,** পিতা- শ্রী শঙ্খধর রায়, শেরা পাড়া, সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১১০১। **এছাড়াও ঠিকানা-** মৌজা- চাঁদনি সাহাবগঞ্জ, জে.এল. নং- ০০৭, খতিয়ান নং- ৩০২৫, প্লট নং- ৬৮২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাণ এরিয়া ০.০৪৫৫ একর (বা ১৪০০ বর্গফুট) কমবেশি শ্রেণি বাস্তু জমি প্লট নং ৬৮২, এলআর খতিয়ান নং ১১৯১, জেএল নং ০৭, মৌজা : চাঁদনি সাহাবগঞ্জ, থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ,পিন : ৭৩১২২০, তদস্থিত দোতলা ভবন সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : বলরাম দাস; পূর্বে : অনিল রায় এবং পুকুর; পশ্চিমে: মিহিজাম ডাক্তার।	**ক) ১৬.০৬.২০২৫** **খ) ০৬.০৪.২০২৫**	**৩২,৪৬,০৪৩.০০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৪০৩০০৬৮৯৬০৯৫৯ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **১৬,৯৪৬.০০/- টাকা** বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৪০৩০০৬৮৯৬১০৩৩ -এর অধীনে, ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত (এই অর্থের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)।	**৩৪,৬০,০০০/- টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) পর্যন্ত ওভারড্রাফট সুবিধা।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।

সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) - যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না। (ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং (খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।

তারিখ : ০৫.০৭.২০২৫, **স্থান :** পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

'অপারেশন সিঁদুরে' ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল তিন: সেনাকর্তা

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময়ে তিন প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতকে। জানালেন ভারতীয় সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে সংঘাতের সময়ে দু'টি দেশ পাকিস্তানকে সহায়তা করছিল। ভারতের প্রতিবন্ধকতা আরও বেড়ে গিয়েছিল তার জন্য। কী ভাবে পাকিস্তানের ভিতরে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি চিহ্নিত করেছিলেন সেনা আধিকারিকেরা, কী ভাবে সেখানে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বিশদ বলেছেন রাহুল। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাহুল বলেছেন, 'আমাদের সামনে একটা সীমানা ছিল। প্রতিপক্ষ ছিল দু'জন, আসলে তিন জন। পাকিস্তানই সামনে ছিল। তাদের সব রকম সাহায্য করছিল চিন। পাকিস্তানের ৮১ শতাংশ মিলিটারি হার্ডওয়্যার চিন থেকে আসে। অস্ত্রও চিনের। আসলে পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের অস্ত্রের শক্তিপরীক্ষা করে নেয় চিন। পাকিস্তানকে ওরা লাইভ ল্যাব (গবেষণাগার) হিসাবে ব্যবহার করে।'

ভারতীয় সেনার শীর্ষকর্তার কথায়, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের বিরুদ্ধে সামনে থেকে হয়তো শুধু পাকিস্তানই লড়ছিল। কিন্তু পিছন থেকে দুটি দেশ সরাসরি পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে। একটি চিন এবং দ্বিতীয়টি তুরস্ক। লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং আরও বলেন, 'আমাদের সামনে সীমান্ত হয়তো একটাই ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ ছিল আসলে তিন জন। পাকিস্তানই সামনে ছিল। কিন্তু তাদের সবরকমভাবে সাহায্য করেছে চিন ও তুরস্ক।'

সেনাকর্তার কথায়, 'পাকিস্তানকে সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তুরস্কও। যখন ডিজিএমও স্তরের আলোচনা চলছিল, আমাদের অনেক খবর পাকিস্তান পেয়ে যাচ্ছিল চিন থেকে। আমাদের দরকার শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।'

ভোটের বিহারে 'প্যাডম্যান' রাহুল!

বিতর্কে কংগ্রেস

পাটনা, ৪ জুলাই: ভোটের বিহারে এবার 'প্যাডম্যান' অবতারে নামতে চলেছে রাহুল! এ বার ভোটের বিহারে কংগ্রেস বেশ কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সেই কর্মসূচির অন্যতম হল, বিহারে পাঁচ লক্ষ মহিলাকে স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করবে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসের এই কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বিহারের রাজনীতিতে।

শুক্রবার কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রাজেশ কুমার বিহারের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'বিহারে আমরা মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছি। মহিলাদের স্যানিটারি প্যাড দেওয়া হবে। এই স্যানিটারি প্যাডগুলি প্রতিটি মহিলার কাছে পৌঁছে দেবে দল।' বিতর্কের কারণ, কংগ্রেস যে স্যানিটারি প্যাড মহিলাদের কাছে পৌঁছে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার প্যাকেটে রাহুল গান্ধির ছবি! প্যাকেটের গায়ে লেখা 'মা-বোনেদের সম্মান যোজনা'!

স্যানিটারি প্যাডের প্যাকেটে কেন রাহুল গান্ধির ছবি থাকবে, তা নিয়ে আপত্তি তোলে বিজেপি। বিজেপির মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারির দাবি, স্যানিটারি প্যাডে রাহুল গান্ধীর ছবি দিয়ে মহিলাদের অপমান করছে কংগ্রেস। তারা নারীবিরোধী দল। বিহারের মহিলারাই কংগ্রেস এবং আরজেডিকে শিক্ষা দেবেন!

চলতি বছরের শেষের দিকেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন, তবে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রস্তুতিও তুঙ্গে। যে যার নিজের মতো করে ভোটকৌশল সাজাচ্ছে। সে আবহেই কংগ্রেসের ভোট প্রচারের নয়া কৌশলকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অভাবী মহিলাদের সাহায্যের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে কংগ্রেস।

মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হল ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই: হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গেল ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল। বৃহস্পতিবার মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে বিল পাশ হয়েছে। গোটা বিষয়টিকে বিরাট রাজনৈতিক জয় হিসাবেই দেখছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ্য, এই বিল ঘিরেই এলন মাস্কের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

শেষ পর্যন্ত ২১৮-২১৪ ভোটে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গিয়েছে 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'। বড়সড় জয় পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, 'এই প্রথমবার এমন বিরাট মাপের বিল পাশ হল। নতুন আইনের ফলে রকেট শিপের মতো উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে আমেরিকা।' বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পর সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও।

'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'টি কংগ্রেসে পাশ করাতে সমস্যায় পড়তে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে, এমনটাই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। রিপাবলিকান সদস্যরাও ট্রাম্পের বিলের বিরোধিতা করতে পারেন বলে অনুমান করা হয়েছিল। কারণ এই বিল কার্যকর হলে আমেরিকার ঋণের অঙ্ক বাড়বে, জনকল্যাণমূখী প্রকল্পগুলি ধাক্কা খাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের হয়ে আসরে নামেন মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার মাইক জনসন।

ময়দান

এজবাস্টনে জয়ের গন্ধ পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া! দাপট সিরাজ-আকাশদীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুমরাহ নেই, কিছু যায় আসে না। কারণ মাঠে আছেন মহম্মদ সিরাজ। অফ ফর্ম নিয়ে নানা সমালোচনার মাঝে তিনি যেন চুপচাপ অপেক্ষা করছিলেন জবাব দেওয়ার জন্য। সেই জবাবটা এল এজবাস্টনে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে। ইনিংসে ছয় উইকেট নিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন তিনি। তাঁর আগুন ঝরানো বোলিংয়ে একসময় প্রায় ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়া ভারত আবার ঘুরে দাঁড়াল। পাশে পেলেন বাংলার আকাশ দীপকে, যিনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপে ছন্দ পতনের সুর বাজিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসে ভারতের বিপুল ৫৮৭ রানের জবাবে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিনের শেষে ছিল ৩ উইকেটে ৭৭ রানে। তৃতীয় দিনের শুরুতে সিরাজ দেন প্রথম ধাক্কা। ২২তম ওভারে তিনি পরপর ফিরিয়ে দেন দুই মহারথী;জো রুট (২২) এবং বেন স্টোকসকে (০)। হঠাৎ করেই ৮৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে ইংল্যান্ড। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মিডল অর্ডারে হ্যারি ব্রুক এবং স্মিথ মিলে তৈরি করেন এক অনবদ্য পার্টনারশিপ। দু'জনে গড়েন ৩০৩ রানের জুটি। ইংল্যান্ড আবার ম্যাচে ফিরে আসে। কিন্তু তখনই ভারতীয় শিবিরে প্রাণ ফেরান আকাশ দীপ। অসাধারণ ইনসুইং দিয়ে বিভ্রান্ত করেন ব্রুককে (১৫৮), স্টাম্প ভেঙে দেন তাঁর স্বপ্নের ইনিংসের। তাঁর বোলিংয়ে ফের জেগে ওঠে ভারত। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, নীতীশ রেড্ডি বা রবীন্দ্র জাদেজা যেখানে কিছু করতে পারছিলেন না, আকাশ দীপ সেখানে বল হাতে বাজিমাত করেন। ৮৮ রান দিয়ে তুলে নেন গুরুত্বপূর্ণ চারটি উইকেট। ইংল্যান্ডের ইনিংসের শেষটা একেবারে ধস নামার মতো। ক্রিস ওকসকে ফিরিয়ে দেন আকাশ, তারপর বাকি তিন ব্যাটার; কার্স, টং এবং বশির, প্রত্যেকেই সিরাজের শিকার। তিনজনকেই ফেরান শূন্য রানে। ম্যাচে দারুণভাবে ফিরে এসেছে ভারত। সিরাজ ইনিংসে ৭০ রানে ৬ উইকেট নিয়ে নিজের আগের চেহারায় ফিরেছেন।

রোহিত-কোহলির প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত! বাতিলের পথে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার নির্ধারিত দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ আপাতত স্থগিত হতে চলেছে বলে দাবি করেছে একটি ক্রীড়া সংক্রান্ত ওয়েবসাইট। সূত্রের খবর, দুই দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সম্পর্কের জটিলতা ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে ভারতীয় দলের বাংলাদেশ সফর আপাতত হচ্ছে না। যদিও সিরিজের জন্য পূর্ণাঙ্গ সূচি তৈরি ছিল, সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তাও চলছিল, তবুও সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত বদলের ইঙ্গিত মিলেছে।

সূচি অনুযায়ী, ভারতীয় দলের বাংলাদেশে পৌঁছনোর কথা ছিল ১৩ আগস্ট। ১৭, ২০ ও ২৩ আগস্ট;এই তিনদিনে হওয়ার কথা ছিল ওয়ানডে সিরিজ। এরপর ২৬, ২৯ ও ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতো তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। মিরপুর এবং চট্টগ্রামের মাঠেই আয়োজিত হতো সবকটি ম্যাচ। দীর্ঘদিন পর এই সিরিজের মাধ্যমেই দলে ফিরতেন সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ফলে এই সফর ঘিরে ছিল বিপুল আগ্রহ। তবে সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ায় কূটনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে।

পালাবদলের পর বাংলাদেশে ভারতবিরোধী সুর ক্রমে জোরদার হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে। এমনকি ঢাকার শীর্ষ উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস চিন সফরে গিয়ে ভারত-বিরোধী মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ।

কাটল ৭ বছরের খরা! বাংলায় ফের বিসিসিআই আম্পায়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাত বছর পর ফের বাংলার একজন উঠলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আম্পায়ারের আসনে।

হাওড়ার বেলুড়ের বাসিন্দা রাহুল রায় বোর্ড আয়োজিত সর্বভারতীয় আম্পায়ারদের পরীক্ষায় সফল হয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ১৫২ জনের মধ্যে মাত্র ২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন, রাহুল তাঁদের মধ্যে ১২ নম্বরে। বাংলা থেকে পরীক্ষায় বসেছিলেন চারজন; সোহম চৌধুরী, অভিষেক হালদার, বিউটি চক্রবর্তী এবং রাহুল। সফল হয়েছেন শুধু রাহুলই। রাহুল একজন ইঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপুরের বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.টেক করার পর আইবিএমে চাকরি করতেন। এরপর ২০১৭ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে।

ক্রিকেটের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকলেও, খেলোয়াড় হননি কখনও। তবে আম্পায়ারিংয়ের প্রতি টান ছিল বরাবর। বোর্ডের আম্পায়ার অভিজিৎ ভট্টাচার্যের উৎসাহে ২০১৮ সালে সিএবির আম্পায়ার হওয়ার পরীক্ষায় বসেন এবং পাশ করে গ্রেড থ্রি আম্পায়ার হন। প্রথম ম্যাচ খেলান সিএবির অনূর্ধ্ব ১৩ টুর্নামেন্টে। এরপর মেয়র্স কাপের সেমিফাইনাল সহ স্থানীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন।

মহামেডানের ড্র, সুরুচির কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গলও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে তিন পয়েন্ট হাতছাড়া করল মহামেডান স্পোর্টিং। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ক্যালকাটা পুলিশের বিরুদ্ধে ম্যাচ ২-২ ড্র করল মহামেডান। গোটা ম্যাচে দুই দলই লড়াই করেছে। মহামেডান দু'বার এগিয়ে গেলেও সমতায় ফেরে ক্যালকাটা পুলিশ। অবশেষে পয়েন্ট ভাগ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে।

মহামেডানের হয়ে ম্যাচের ১৫ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন লালথাঙ্কিমা। ২০ মিনিটে রাহুল নস্কর গোল করে পুলিশকে সমতায় ফেরায়। ২৯ মিনিট লালথানকিমার শট বাঁচিয়ে দেয় পুলিশের গোলকিপার। ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন মহামেডানের সাকা। ৫৪ মিনিটে সন্দীপ ওঁরাও-এর শট মহামেডান গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে পড়ে। ৮৭ মিনিটে পুলিশের মহম্মদ আধিলের বাঁদিক থেকে নেওয়া শট দুর্দান্ত সেভ উপেন টুডু। গোলকিপার এগিয়ে আসলে প্রায় গোললাইন সেভ করেন উপেন।

অন্যদিকে নৈহাটি স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল ও সুরুচি সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্রয়ে শেষ হল। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন গুইতে পেকা। দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই সমতায় ফেরে সুরুচি সংঘ। রঞ্জন ভট্টাচার্যর দলকে সমতায় ফেরায় পরিবর্ত হিসেবে নামা করমণ্য বনশাল। ৬৯ মিনিটে সুরুচির বাবলু ওঁরাও লাল কার্ড দেখেন। তারপর থেকে ১০ জনের সুরুচিও ইস্টবেঙ্গলকে ভালো লড়াই দেয়। সুরুচি একাধিক সুযোগ পেয়েছিল, দু'টি শট বারপোস্টে লাগে। শেষমেশ দুই দলকে পয়েন্ট ভাগ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

শতাব্দীপ্রাচীন হাওড়া ইউনিয়নের জার্সি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রখ্যাত ফুটবলার পদ্মশ্রী শৈলেন মান্না ফুটবলে তাঁর যাত্রা শুরু করেন হাওড়া ইউনিয়নের মাঠ থেকে। বাংলার ফুটবল মানচিত্রে সেসময় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল হাওড়া ইউনিয়নের নাম। শৈলেন মান্না থেকে শুরু করে জহর দাস, কে খেলেননি এই ক্লাবে! তাঁদের আজও বাঙালি ভোলেনি। ভোলেনি তাঁদের পায়ের জাদু। সেই হাওড়া ইউনিয়ন নামতে চলেছে কলকাতা লিগে। শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাবে উন্মোচন হয়ে গেল তাঁদের জার্সির। পাশাপাশি এদিন ময়দানে তাঁদের ক্লাবের কিছু টুকরো স্মৃতি প্রদর্শনীর আকারে দেখানো হল। পাশাপাশি এই ক্লাবের গর্ব প্রখ্যাত ফুটবলার জহর দাস, সমীর চৌধুরীদের সংবর্ধিতও করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের যুগ্মসচিব অনির্বাণ দে-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন সুইয়াটেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লন্ডন, ৪ জুলাই: পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন ইগা সুইয়াটেক আমেরিকার বিশ্বের ২০৮ নম্বর ক্যাটি ম্যাকনালির বিপক্ষে বৃহস্পতিবার ৫-৭, ৬-২, ৬-১ ব্যবধানে জয় পান।

সেন্টার কোর্টে প্রথম সেট হেরে যাওয়ার পর পোলিশ অষ্টম বাছাই সুইয়াটেক গ্রাস-কোর্ট গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে ছিটকে পড়া সর্বশেষ তারকা হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছিলেন।

কিন্তু ২৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার জন্য শেষ দুটি সেট পরিশ্রম করে জিতেছেন। শীর্ষ ১০ বাছাইয়ের মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যেই মহিলা একক ড্র থেকে বাদ পড়েছেন।

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No.**01/DGP/2025-26** With Vide Memo No. -**353/DGP/16TH FC/ 2025-26**, Dated:-**24-06-2025,** The Last date for online submission of tender is **15/07/2025** upto 2P.M. For details, please visit **website: htpps://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide NIET No:-**07/HPGP/2025-26** And -**08/HPGP/2025-26** With **Vide Memo No 333/1/16)/15TH CFC/HPGP/ 2025-26** And **334/1(16)/ 15TH CFC/HPGP/ 2025-26 Dated: -04/07/2025**
***The Last date for submission of **Bids 18/07/2025 upto 02.00 P.M.**
For details please visit The **website:htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প রূপায়নের জন্য (15th FC হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/15TH Finance/ROAD/E-NIT-07/2025-26, DBGP/15th Finance/Culvert/E-NIT-08/2025-26 Dated 02/07/2025। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

RAJIBPUR BIRA GRAM PANCHAYAT
Habra II Development Block
Vill.Patdanga, P.O.-Bira, Ballavpara, P.S.-Ashoknagar, Dist.: North 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER

NIT No.: RB/218/25-26 (2nd Call), Date-03.07.2025. 4 (four) nos., **NIT No.: RB/219/25-26 (1st Call), Date-03.07.2025.** 3 (three) nos., **NIT No.: RB/220/25-26 (1st Call), Date-03.07.2025.** 7 (seven) nos. and **NIT No.: RB/221/25-26 (1st Call), Date-03.07.2025.** 2 (two) nos. of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Rajibpur Bira Gram Panchayat. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Rajibpur Bira Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 22/WS/ Eng/25 Dt. 28-05-25

Bid Submission period: 14.07.25 instead of 03.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 28/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25 & N.I.E. ET. No. 30/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25

Bid Submission period: 14.07.25 instead of 03.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
সংশোধনী

টেন্ডার নোটিশ নম্বরের সংশোধনী: **পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২২ তারিখ: ২০.০৬.২০২৫**। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বরে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির জন্য প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/জিআরসি কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত নীচে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হল: টেন্ডার খোলার তারিখ টেন্ডার নং **৫২২৫১৬৭৯এ**-এর জন্য অনুগ্রহ করে ১০/০৭/২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **১৪/০৭/২০২৫** তারিখ হিসেবে পড়ুন। অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রয়েছে। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত তথ্য এবং সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **(PR-359/C)**

NOTICE INVITING TENDER

The Prodhan Dharmapur-II G.P. has invited e-Tenders vide **NIT No.- DH-II/05/2025-26 (Fund-RGSA)**. Publishing Date: **05/07/2025** & Bid submission Start Date: **05/07/2025** for works under Dharmapur–II G.P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on **12/07/2025.** Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or **https://etender/wb.nic.in**

Sd/- **Prodhan**
Dharmapur-II G.P., Gaighata Dev. Block, (N) 24 Pgs.

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/168/ 25-26 Dated 04.07.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) AT SREENAGAR PASCHIMPARA SHIV MANDIR AT WARD NO_01 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 05.07.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1, 07, 295. 37/- c) Documents download starting date & time: 05.07.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 14.07.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 16.07.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/169/ 25-26 Dated 04.07.2025

E-Tenders are being Invited for: INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP 192 LED 110 CW) AT BALIA NABAJAGARAN CLUB AT WARD NO_01 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: **05.07.2025 at 11-00 hrs.** b) Tender Value: **Rs: 1,07,295.37/-** c) Documents download starting date & time: **05.07.2025 at 11-00 hrs.** d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **14.07.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **16.07.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.–WBMAD/ULB/RSM/170/ 25-26 Dated 04.07.2025

E-Tenders are being Invited for: INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5 NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP 192 LED 110 CW) AT NABA BAISHALI SARANI KALIPUJA PRANGAN AT WARD NO_02 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: **05.07.2025 at 11-00 hrs.** b) Tender Value: **Rs: 1, 07, 295. 37/-** c) Documents download starting date & time: **05.07.2025 at 11-00 hrs.** d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **14.07.2025 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid: **16.07.2025 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Public Notice

This is to bring to the notice of the general public that one ID Card of Mr. Tapan Kumar Mondal issued by ICICI Bank ltd. having ID card no. 2512523 has been found missing and/or lost on 02.07.2025. Anyone, who finds the said ID card, is requested to return the said ID card to the Manager Debt Services & Management Group, ICICI Bank Limited, BP=4, Zone B, Technopolis Building, 13th Floor, Sector V, Salt Lake - 700 091, West Bengal.

Therefore, all the customers of ICICI Bank Limited are hereby notified not to make any payment to any unauthorised person holding the said ID card no. 2512523.

Please take further notice that anybody making payment to any person holding the said ID card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not be bound and/or responsible for any payment.

Date : 03.07.2025 Sd/-
Place : Kolkata **For ICICI Bank Limited**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-33 of 2025-2026 Dated 04.07.2025

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/171/ 25-26 Dated 04.07.2025	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD & DRAIN AT DIFFERENT PLACES OF AT WARD NO:- 27 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY FOR HFA 2019-20 SCHEME	Rs. 4,63,639.00

Bid Submission end date: **12.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MEDINIPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/1714/25 dt. 03.07.2025

e-NIQ is invited by the Principal from the reputed Agencies for outsourcing of Canteen Service. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in, Last date of Bidding is 22/07/2025.

Sd/-
Principal

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/06/2025-2026 তারিখ : ৩০.০৬.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(এস অ্যান্ড ডি), হাওড়া পৌর নিগম হাওড়া পৌর নিগমের অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাম্পের দ্বারা জল অপসারণ কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বানা করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৫.০৭.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

৭১(৩)/ ২৫-২৬ **সেক্রেটারি**
৩.৭.২৫ **হাওড়া পৌর নিগম**

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India **BOI** Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে এবং ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) স্বত্ব দখলের তারিখ খ) প্রতীকী দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ ঘ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী মনোজ পান্ডে, জামিনদাতা : অনু পান্ডে,** স্বামী শ্রী মনোজ পান্ডে **উভয়ের সাকিন :** নলহাটি কলেজ মোড় এর নিকট, পো এবং থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২০, পশ্চিমবঙ্গ। খ) রামপুরহাট শাকা।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন শ্রী মনোজ পান্ডে পিতা রাজেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে এর নামে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জেলা : বীরভূম, থানা : নলহাটি, মৌজা : করিমপুর, জেএল নং ৫২, নলহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩, প্রেমিসেস/ হোল্ডিং নং ২৭৪, খতিয়ান নং ৫৫৬ এবং ৬৭৬।এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, প্লট নং ৩৫৪, পরিমাণ মোট এরিয়া ২.৩৩ ডেসিমেল অর্থাৎ ১০১৪.৯৪৮ বর্গফুট (আনুমানিক), তদস্থিত দোতলা ভবন। চৌহদ্দি : উত্তরে সড়ক এবং অন্যান্য; দক্ষিণে : শ্রী সন্তোষ পান্ডের খালি জমি; পূর্বে : স্নেহলতা হেমব্রম এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : গোপাল শেখ এর সম্পত্তি।	ক) ০৩.০৭.২০২৫ খ) ০৯.০১.২০২৪ গ) ২৭.১০.২০২৩ ঘ) ৮,৬০,৬৭৬.৮৯ টাকা **(আট লাখ ষাট হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫ স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ৫ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

সনজিদা খাতুন: ওপার বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির অপরাজেয় বীরাঙ্গনা

স্বপনকুমার মণ্ডল

অভাববোধেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব আলো হয়ে ওঠে। শূন্যতাবোধেই পূর্ণতার গৌরব সুরভিত হয়। সেদিক থেকে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের ফলে মৌলবাদী শক্তির দৌরাত্ম্যে যেভাবে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিচেতনায় তীব্র আঘাত নেমে আসে,তাতে ১৯৭১-এর প্রায় নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বহু প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়নি, তার দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে তোলা মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যও ধ্বংস হতে শুরু করে । পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি দেশের স্বাধীনতা কায়েম করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা লালন করেছিল, মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে তা বিলীন হতে শুরু করে । অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন থেকে তার আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বঙ্গসংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য । বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সাফল্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে সে দেশের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব বাঙালির বর্ষবরণ উদযাপনে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'ও জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তির উত্থানে যেভাবে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে কলুষিত করে তার ইসলামীকরণের প্রয়াস তীব্র গতি লাভ করেছে, তাতে বঙ্গসংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন অস্তগামী সূর্যের মতো ক্রমশ অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। সেই বিপন্ন সংস্কৃতির আসন্ন কালসন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে যাঁর কথা অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে,তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক,লেখক ও অধ্যাপক সনজিদা খাতুন (১৯৩৩-২০২৫)। এ বছর সে দেশের স্বাধীনতার দিবসের আগের দিন ২৫ মার্চ তাঁর অগস্ত্যযাত্রায় অপূরণীয় শূন্যতাতেই তাঁর পূর্ণতার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে । বিশেষ করে মৌলবাদী আধিপত্য বিস্তারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার আয়োজনে মরীয়া হয়ে উঠেছে,তাতে তাঁর মতো বুকে আগলে রাখা বঙ্গসংস্কৃতির ধারক-বাহকের কথা প্রয়োজনকে ছাড়িয়েও প্রিয়জনের অভাববোধকে জাগিয়ে তোলে । কেননা সনজিদা খাতুনই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ বাতিস্তম্ভ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'পথের সাথি' করে তাঁর সেই দুর্গম অভিযানে পথচলা অবশেষে থেমে গেল। তাঁর অবর্তমানে স্বাভাবিক ভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মান্ধ সংস্কৃতির আঁধারে আলোর সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছে।

বাঙালির সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত ভূমিকা অনস্বীকার্য । তার আগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় সেভাবে গড়ে ওঠেনি। লোকায়ত পরিসরে যাও-বা ছিল,লোকাতীত চেতনায় তাও ছিল না। হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক প্রতিবেশী বা পড়শি হলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকায় সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি । উল্টে মুসলমান শাসকের আমলে শোষিত শাসিত হওয়ার পর ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় যেমন রক্ষণশীলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস জারি হয়, তেমনই সমাজ-ধর্ম সংস্কারের ধারায় অস্তিত্ব সংকটে পড়া হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে সনাতনী সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র আভিজাত্য প্রদানের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতি ব্রাত্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দু সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র করে তোলার মধ্যে মুসলিম মানস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেতনা প্রাধান্য লাভ করে । অথচ তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু

মুসলমানের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ ছিল না। তবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব ছিল,তাও তাঁর অকপট মনোভাবে বেরিয়ে এসেছে । 'বঙ্গদর্শন'-এ (পৌষ ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছেন 'বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ---একা হিন্দু দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক---পরস্পরের সহিত হৃদ্যতাশূন্য।' শুধু তাই নয়, এই বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালির ইতিহাস থেকে বাঙালির বাহুবল প্রভৃতি বিষয়ে যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণে ব্রতী হয়েছিলেন,তার মধ্যেই বাঙালি সত্তার পরিচয় সর্বপ্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করে । অন্যদিকে তাঁর হিন্দুর নিজস্ব সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠায় বাঙালির সংস্কৃতি চেতনায় অনৈক্যবোধও তীব্রতা লাভ করে । সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানবিক আবেদনে বাঙালির বৈষম্যপীড়িত সংস্কৃতিবোধই ঐক্যবোধে বঙ্গসংস্কৃতির আধার হয়ে ওঠে। ধর্মীয় পরিচয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরকে মানবিক উদারতার সীমাহীন আকাশের উন্মুক্ত হাতছানিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাঙালির পরিচয়কে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে ঐক্যচেতনা গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন,তার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথাই সোচ্চার হওয়ার অবকাশ লাভ করে । বাংলার মাটি-জল-বায়ু-ফল প্রভৃতির পুণ্যচেতনা থেকে 'সোনার বাংলা'র বাঙালির ঐক্যচেতনাকে যেভাবে তার স্বদেশের পরিচয়ে আবেগমথিত ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক একাত্মতায় আন্তরিক হয়ে উঠেছিল, সেই ধারা যেমন ক্রমশ পরিপুষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়,তেমনই হিন্দু-মুসলিমের অনৈক্যের মাঝে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এসে যায়। ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মুসলিম লীগের দাবিতেই ধর্মভেদে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। সেদিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যবোধের আধারেই যে দুই ধর্মের মানুষের মানসিক দূরত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতি অন্তরায় সৃষ্টির নেপথ্যে সক্রিয়, তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর বক্তৃতা ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নানাভাবে মূর্ত করে তুলেছেন । তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে মানবধর্মের উদার আকাশে বাঙালিসত্তার জাগরণ ছিল সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকে বর্তমান কালেও বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথায় যার নাম মুখে চলে আসে সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক । ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর মানবতার ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপীড়িত বাংলায় বারেবারে নানাভাবে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে । কবির 'বিষের বাঁশী'(১৯২৪) কাব্যের 'জাতির বজ্জাতি' বা 'সর্বহারা' (১৯২৬) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' থেকে গানের সংকলন 'সুর-সাকী'(১৯৩২) 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' সর্বত্র ধর্মীয় বৈষম্যবোধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি মানসে ঐক্যের বার্তা প্রত্যাশিত ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর কথা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যাও-বা বার্তাবহ হয়ে উঠেছে, মুসলিমদের মনে তাও ঠাঁই পায়নি। উল্টে তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলার জন্যই গোঁড়া মুসলিমদের কাছে সমালোচিত হতে হয়েছে । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ করা যায় । বাঙালির অখণ্ড সত্তায় তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকা ক্রমশ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তির হাতছানি হয়ে ওঠে,জাগিয়ে তোলে বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষতার অনন্ত আকাশ । এজন্য তাঁর বাঙালি চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ উদার আকাশের হাতছানি বাংলার শিক্ষাশোভন পরিসরে ক্রমশ আবেদনক্ষম হয়ে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মে গোঁড়া মুসলিম মানসে তার বিরোধিতা করা বা অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল।

সেক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ায় বাঙালি সত্তায় ধর্মীয় বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিমের অস্তিত্বে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় বিপন্ন বাঙালির পরিচয় সংকট প্রাধান্য লাভ করে । সেখানে বাঙালির অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান,তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় । সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী।

আগামী সপ্তাহে শেষাংশ